পয়জনাস অর্কিড

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

সূর্য মাথা তুলেছে 2

হাত চোখ বেঁধে 27

ডেস্কের উপর পা তুলে 63

রোকো চুল আঁচড়াল 99

সূর্য মাথা তুলেছে

০১.

গ্রীষ্মের জুলাই মাসের এক সকালে সূর্য মাথা তুলেছে কুয়াশা সরিয়ে। মাটিতে পড়া শিশির বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, বাতাসে গন্ধ আর গুমোট ভাব। ভীষণ গরম। বাতাসে ধুলো উড়ছে, বৃষ্টির আশা নেই।ওল্ডসামকে প্যাকার্ড গাড়িতে বসিয়ে বেইলী খাবারের দোকান মিনিতে ঢুকলো। গত রাতে বেশি মদ টেনেছে বলে গরমে সহ্য হয়নি। চোখ মুখ ফোলা রুক্ষ দৃষ্টি।

কেউ নেই মিনিতে, আসার সময় হয়নি। দোকান পরিষ্কার করছে মেয়েটা। রান্নার বাজে গন্ধ পেয়ে সে নাক বন্ধ করলো।

কাউন্টারে দাঁড়ানো সোনালী চুলের মেয়েটা বেইলীকে পিয়ানোর সুরের ঝংকার স্মরণ করিয়ে দিলো। মেয়েটি কাছে আসার আগে পর্যন্ত মনে হয় সে কোন সিনেমা জগতের নায়িকা।

মেয়েটি বলল–আমি জানি ভ্যাপসা গরমে তোমার রাতে ঘুম হয়নি, তাই না?

বেইলী ভ্রুকুটি করে স্কচ দিতে বলল। মেয়েটি একটি বোতল একটি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি হাসি-খুশিতে ভরা মানুষ। রাত করে খুব হৈচৈ করেছে দেখছি।

বেইলী বোতল আর গ্লাস নিয়ে একটা টেবিলে বসলো। তার দিকে তাকিয়ে থাকা সানালী চুলের মেয়েটিকে রূঢ় কণ্ঠে বলল, কাজে মন দাও, বিরক্ত কর না।

মেয়েটি শরীর টান টান করে বলল–আমি কি করলাম?

বেইলী পিছন ফিরে মাগাজিনে মন দিল। মদ খেয়েছে। শেষে ব্যাঙ্ক ডাকাতিগোয়েন্দার

মেয়েটি তাচ্ছিল্য ভরে ম্যাগাজিনে মন দিল। মদ খেয়ে চেয়ারে আধশোয়া হয়ে টুপি টেনে চোখ ঢাকলো। মনটা চিন্তিত। রিলি টাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শেষে ব্যাঙ্ক ডাকাতিই করতে হবে, যদি তাড়াতাড়ি কিছু টাকা হাতে না আসে। ব্যাঙ্ক লুটের পক্ষে বেইলী নেই। পুলিশ গোয়েন্দার চারিদিকে নজর। আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা তল্লাশি করছে যখন-তখন। ওল্ডসাম প্যাকার্ডে বসে নাক ডাকছে সে এমন একটা জায়গায় রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে বেইলী মুখভঙ্গী করলো। লোকটা অপদার্থ। ঘুম আর খাওয়ার চিন্তা, রিলিকে আর তাকে কাজ করতে হয়। বেইলী আরও খানিকটা মদ খেয়ে সিগারেট ধরালো।

বেইলী ডাকলো–এই যে সুন্দরী একবার এসো দেখি। মেয়েটি কোমরে হাত দিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার গায়ের গন্ধ নাকে যেতেই মনটা কেমন করে উঠলো।

ডিম আর শুয়োরের মাংস পাওয়া যাবে?–মেয়েটির বুকে আঙুলের খোঁচা মেরে বললো। মেয়েটি চট করে সরে গেল।

সভ্য হও, রোমিও-মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটি বলল, আমার সাথে শাবার আগে খুনসুটি করতে চাইছে?

বেইলীর ভাল লাগল মেয়েটির রেগে যাওয়া। মেয়েটি তাড়াতাড়ি গিয়ে অভ্যস্ত হাতে একটা ডিম ফাটিয়ে প্যানের মধ্যে দিল। বেইলী অপেক্ষা করতে লাগল। হেনী ঘরে ঢুকলো। বেইলী তার দিকে হাত বাড়াতেই হেনীর চর্বিবহুল মুখ হাসিতে ভরে উঠলো।

বেঁটেখাটো মানুষটা স্বল্প দৈর্ঘের পায়ে দ্রুত এগিয়ে বেইলীর এলিয়ে দেওয়া চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে পড়লো। রুমালে মুখ মুছতে লাগল তেল চিটচিটে টুপি খুলে।

বেইলী জানতে চাইলো-নতুন কোন খবর আছে?

ইতস্ততঃ করে হেনী বলল–আছে। মনে হচ্ছে তোমার কোন কাজ নেই? অবশ্য একটা কাজ আছে। বেশ বড়, কিন্তু তোমাকে দিয়ে হবে না।

বেইলী নেকড়ের মত হেসে বলল, হাতে কোন কাজ নেই হে।

কুতকুতে চোখে হেনী দেখলো বেইলী উগ্রীব হয়ে তাকিয়ে। জন ব্লানডিসের মেয়ের কথা বলল হেনী। বেইলী আড়চোখে তাকিয়ে সোনালী চুলের মেয়েটাকে দেখলো। চেয়ার ছেড়ে উঠলো নিজেকে সামলে নিয়ে। সে বলল, তোমার সঙ্গে পরে দেখা করবো।

তুমি হঠাৎ যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে? হেনী বললো।

বাইরে অপেক্ষা করছে ওল্ডসাম। উঃ কি গরম। এমন গরম আগে দেখেছো?

মাথা নেড়ে হেনী বলল, হ্যাঁ, অসহ্য গরম।

বেইলী হাত নেড়ে দরজার দিকে গেল। সোনালী চুল মেয়েটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গালে টোকা মারল। মেয়েটা সাপের মত ফণাতুলেআঃ ভদ্রহওদুজনে একইসঙ্গেবলল। মেয়েটি হেসে উঠল। বেইলী প্যাকার্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওল্ডসামনাক ডাকছে। মাথায় সহস্র চিন্তা। তাহলে আবার দেখা যাবেব্লানডিসের মেয়েকে। খবরটা ছড়ালে কনসাসের প্রত্যেক মানুষ কানাঘুষা করবে। হেনীর খবর ছড়ায়। আর বাছ-বিচার নেই, প্রত্যেককে খবর পরিবেশন করে।

একটা ওষুধের দোকানে বেইলী ফোন করার জন্য ঢুকল। ফোনে রিলিকে বললো হেনী যা যা বলেছে কিন্তু রিলিকে ফোনের অপর প্রান্তে অর্ধমৃত মনে হল। তাকে অ্যানার বিছানায় বেইলী দেখে এসেছে। ফোনে রিলির কথা শুনে মানুষটাকে অসুস্থ মনে হল।

ভগবানের দিব্যি চুপ করবিলি সহসা বলল। একটু অপেক্ষা কর। কথা শুনতে পাচ্ছি না মেয়েটা চেঁচাচ্ছে।

– অ্যানার চিৎকার শোনা গেল, তারপর চড় মারার শব্দ, বেইলী মনে মনে হাসলো।

বেইলী বলল-শোন রিলি, অসহ্য গরম যাতে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে পারি কান পেতে শুনে নাও।

অপরপ্রান্তে শোন, গরমের কথা মাথা থেকে সরাও। এখন আমার কথা শোন।

ব্লানডিসের মেয়ের খবর আছে। ঠিকই বলছি-ধনকুবের জন ব্লনডিসের মেয়ে। তোমাকে আগেও বলেছি একটা পার্টিতে বন্ধু ম্যাকগনের সঙ্গে আসবে। তুমি কিছু ভেবেছো না কি?

এখানে এখুনি চলে এসো। রিলি যেন প্রাণ ফিরে পেল। এ ব্যাপারে আলোচনা করবো–তাড়াতাড়ি এসো।

বেশ আসছি–বেইলী রিলিকে যতটা অপদার্থ ভেবেছিল ততটা নয়। রিসিভার নামিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। প্যাকার্ডে ঢুকে ওল্ডসামকে মুখ ভেঙিয়ে ওঠে। হুইলের সামনে বসতে বসতে বললো, ঘটনা শুরু হওয়ার পথে।

.

ছড়ানো চেয়ার টেবিলের মধ্যে দিয়ে বেইলী এগিয়ে গেল। গোল্ডেন স্লিপার ভাল ব্যবসা করছে। পাঁচক-পাচিকারা ট্রে হাতে নিয়ে যন্ত্রের মত ছুটছে। মানুষের চিৎকার বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। ঘরের ভিতরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পরিষ্কার ভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বেইলী বিরক্তবোধ করলো। পাচিকাটি তাকাল টেবিলের সামনে বসে মুখে শব্দ করতেই। ঘরের চারদিকে তাকালো এক গ্লাস হাইবল দিতে বলে। মিস ব্লনডিসের আসার সময় হয়নি। মেয়েটাকে চেনে না। তার জন্য সংরক্ষিত কোন টেবিল জানা দরকার। সিগারেটের ধোঁয়ায় কিছুই নজরে পড়ছেনা। বেইলী ধূমপান আর মদ্যপান করতে করতে চিন্তা করলো। সহসা বাজনা বন্ধ হলো। একজন মাইকের সামনে দাঁড়ালো।

একটা নিবেদন আছে আপনাদের কাছে।–লোকটি ঘোষণা করলো। মিস ব্লানডিস ও ডেরি ম্যাকগন এসে পৌঁছেছেন। আজ ওঁর জন্মদিন। উনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করবেন। আশা করি ওঁর প্রতি আপনারা সহযোগিতা করবেন কিন্তু ভীত করবেন না। আমরা জেনেছি উনি গলায় মুক্তোর হার পরেছেন। সুতরাং মহিলারা নিজের চোখেই দেখার সুযোগ পাবেন, উনি এসেছেন।

ঘরের প্রত্যেকের চোখ দরজার দিকে। মিস ব্লানডিস ঢোকার সাথে সাথে সাদা আলো তার উপর এসে পড়লো। তার পেছনে যে যুবক ঢুকলে সে ধোঁয়ায় ঢাকা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। বেইলী তাকে খুঁটিয়ে দেখছে, মেয়েটির রূপের খ্যাতি শুধু শুনেছিল এখন নিজের চোখে দেখল। মেয়েটার লাল চুলে আর সারা দেহে আলো এসে পড়ছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল। বেইলী ব্লানডিসের সৌন্দর্যে একেবারে হতবাক। আজ পর্যন্ত অনেক যুবতী দেখেছে কিন্তু মেয়েটি আলাদা, খুব স্বতন্ত্র। নজর কাড়ার মতো নিষ্পাপ চেহারা।

নাচ শুরু হলো বাজনার তালে তালে বেইলী দেখলো এত মদ্য পান করেছে নাচতে পারছে না। মিস ব্লানডিস তাকে কিছু বলল। দুজনে তাদের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো। ব্লানডিস ম্যাকগনকে মদ্যপান করতে বারন করা সত্ত্বেও ম্যাকগন গ্লাসের পর গ্লাস পান করেই চলেছে।

হৈ চৈ করতে লাগল উপস্থিতেরা, উছুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কলেজে পড়া একটা ছেলে একটা মেয়ের হাত ধরে টেবিলে তুলল। কাপ ডিস ভেঙ্গে চুরমার। মেয়েটা চেঁচাচ্ছে সকলে তাকে ঘিরে চিৎকার করতে লাগলো। বেইলী দেখলো, মিস ব্লানডিস অসহিষ্ণুভাবে ম্যাকগনকে ধাক্কা দিচ্ছে। ম্যাকগন স্বলিত পায়ে তাকে অনুসরণ করলো।

বেইলী তাদের দুজনকে বেরিয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তায় আসতেই তার প্যাকার্ড গাড়ি এগিয়ে আসতেই সে পিছনের সীটে উঠে বসলো।

ওল্ডসাম চালক আর রিলি পাশে বসা।

বেইলী বলল,–ওরা মিনিট খানেকের মধ্যে বেরিয়ে আসবে। মেয়েটি গাড়ি চালাবে। সঙ্গের লোকটা নেশায় কাহিল।

সামনে খামার বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবে।–রিলি ওল্ডসামকে বলল। আমাদের পেরিয়ে যাক তারপর অনুসরণ করবো। ওল্ডসাম গাড়ি ছোটালো বেইলী বন্দুক পাশে রেখে সিগ্রেট ধরালো। সামনের বাঁকে খামার বাড়ি। বাঁক ঘুরে গাড়ি একটা অন্ধকার জায়গায় থামল।

রিলি বলল রাস্তায় নেমেনজর রাখো। বেইলী নেমে কোন গাড়ি আসছে কিনা দেখতে লাগলো। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর বেইলী উত্তেজিত ভাবে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, ওরা আসছে।

রিলি বলল–গাড়িটা একটু এগিয়ে যেতে দাও। তারপর অনুসরণ করে পথরোধ করবে।

তাদের গাড়ির আলো মিস ব্লানডিসের গাড়িতে পড়ছে। রাস্তা নির্জন ও চওড়া, পিছনের জানালা দিয়ে ম্যাকগনের মাথা দেখা যাচ্ছে।

লোকটা এত মদ খেয়েছে আমাদের কোন অসুবিধা করতে পারবে না–বেইলী বলল।

রাস্তার পরের জঙ্গলের কাছে এলে রিলি বলল,–গাড়িটার সামনে যাও।

আরো মাইল খানেক ছোটার পর ওল্ডসাম সামনের গাড়িকে অতিক্রম করলো তারপর পিছনের গাড়ির গতিরোধ করে গাড়ি থামলো।

বাধ্য হয়েই ব্লানডিসকে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো।

বেইলী বন্দুক হাতে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, বেরিয়ে এসো, আমরা ছিনতাই করবো।

গাড়ির ভেতর থেকে রিলি সব লক্ষ্য করছে। ওল্ডসাম তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না।

গাড়ির আলোয় মিস ব্লানডিস বেইলীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বন্দুকের নলটা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ব্লানডিস রাস্তায় নেমে বেইলীকে দেখে প্রচণ্ড অবাক হয়েছে। ম্যাকগন চেঁচিয়ে কিছু বলে অনেক কষ্টে মাথা তুলল। কোনরকমে এসে ব্লানডিসের পাশে দাঁড়ালো। বেইলীর হাতের বন্দুকটা যেন ভীতিপ্রদ মনে হল।

বেইলী বলল–উত্তেজিত হয়ো না আমরা লুঠ করবো।

ম্যাকগন গম্ভীর হয়ে বলল, সাবধান, জান না তোমরা কার সঙ্গে কথা বলছে।

বেইলী ম্যাকগনকে পাত্তা না দিয়ে বলল,-মুক্তোর হারটা দাও।

মিস ব্লানডিস দুপা পিছিয়ে গলায় হাত চাপা দিল।

বেইলী বলল–ওটা খুলে দাও। নইলে জোর করে নিতে হবে।

বেইলী এগোতেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো। ওল্ডসাম বন্দুক চেপে ধরলো মিস ব্লানডিসের পাঁজরায়। ম্যাকগন বেইলীর মাথায় আঘাত করতেই বেইলীর বন্দুক থেকে গুলি ছুটে গেল। সে বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ম্যাকগন ছুটে আসতেই বেইলী তার চোয়ালে ঘুষি মারতেই সে ঘুরে পড়ল। তারপর ম্যাকগনকে ক্রমাগত লাথি মারতে লাগল। ম্যাকগনের কাছে মিস ব্লানডিস যেতে পারল না কারণ ওল্ডসামের বন্দুক তার শরীরে ধরা। রিলি গাড়ি থেকে নেমে এল। বেইলীর লাথি মারার শব্দ কেমন যেন। ভোতা নয়। রিলি তাকে মাড়িয়ে দিতেই মাটিতে পড়ে থাকা ম্যাকগনের দিকে সবাই তাকাল।

সে বেইলীকে বলল–কুত্তির বাচ্চা।

বেইলী লম্বা ঘাসে জুতো মুছতে লাগল। ভয় পেয়ে বন্দুক সমেত ওল্ডসামের হাত ঝুলে পড়েছে। মিস ব্লানডিস দুহাতে মুখ ঢাকলো। রিলি ম্যাকগনকে পরীক্ষা করে বেইলীকে বলল, তুমি একটা জানোয়ার, তুমি তাকে খুন করেছ।

বেইলী বলল, খুন করতে বাধ্য করেছে, তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেছ।

খুন তাদের জীবনে এই প্রথম তিনজনেই ভাবল। রিলি মিস ব্লানডিসের দিকে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি তার মুখ থেকে হাত সরালো।

রিলি বলল, চেঁচালে তোমার অবস্থাও এইরকম হবে। তুমি সব দেখেছ..তোমাকে মেরে ফেলতে হবে।

রিলি এগোতেই মেয়েটি পিছিয়ে গেল। গাড়ির আলোতে মেয়েটির সারা শরীর ও পা দুটো নজরে পড়তেই সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো তাকে পাওয়ার জন্যে। তার শীতল হাত মেয়েটার নগ্ন বাহু স্পর্শ করতেই সে চিৎকার করার জন্য মুখ খুললো। রিলি তার মুখে ঘুষি মারতেই হাঁটু ভেঙে। সে বসে পড়লো। তারপর প্যাকার্ডের পেছনের আসনে ছুঁড়ে ফেলে দুজনের দিকে ঘুরে রিলি চেঁচিয়ে বলল, মৃতদেহটা জঙ্গলের মধ্যে রেখে এসো।

বেইলী ও ওল্ডসাম মৃতদেহ সমেত গাড়ি জঙ্গলে রেখে প্যাকার্ডের কাছে ফিরে এলো।

বেইলী জিজ্ঞাসা করল–মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কি করবে?

রিলি বলল–উঠে এস, চুপচাপ বসো।

বেইলী বলল, তুমি নিশ্চয় মেয়েটাকে হরণ করে নিয়ে যাবে না?

বেইলীর কোট চেপে ধরে রিলি বলল, শোন হাঁদারাম, তুমি এসেই এই জঘন্য কাজ করেছে–এখন না হয় আমি করছি।

কোট ছেড়ে দিতেই বেইলী গাড়ির সামনে ওল্ডসামের পাশে উঠে বসলো। গাড়ির পেছনে মিস ব্লানডিস পড়ে আছে।

রিলি বলল, এটা খুনের ঘটনা। পুলিশ জানতে পারলে মৃত্যু নিশ্চিন্ত, মেয়েটা যতক্ষণ আমাদের কজায় থাকবে ততদিনই ভালো। মেয়েটার বাবা ধনী, মোটা টাকা বাগানো যাবে। শোন, আমরা এখন জনির আস্তানায় যাবো। পুলিশ কোনদিনই আমাদের খুঁজে পাবে না যদি পথে আটকে না পড়ি।

ওল্ডসাম মৃদু আপত্তি জানায়। রিলি বলল, আমাদের আর কোন রাস্তা নেই।

বেইলী বলল,–এমনিতেই বেশ গরম, মেয়েটা গরম আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

রিলি চেঁচিয়ে বলল, গাড়ি চালাও।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্যাকার্ডের গাড়িকে আরও কয়েকটি গাড়ি অতিক্রম করে গেল। মিস ব্লানডিসকে তুলে সীটের কোণে বসিয়ে দিল রিলি। অনেক কষ্টে মেয়েটার গলার হারটা খুলে পকেটে পুরে নিল। আবার হাত বাড়িয়ে সিল্কের পোশাকে ঢাকা নরম আর মাংসল উরু স্পর্শ করলো। ফ্লাস লাইট জ্বালিয়ে রিলির মুখের উপর ফেললো।

বেইলী জিজ্ঞাসা করলো, আলো দরকার? রিলি হাত তুলে আলো আড়াল করলো। বেইলী এবার ব্লানডিসের শরীরে আলো ফেলে, মালটা ভালই কি বল?

রিলির ঘুষি খেয়ে মেয়েটার মুখে কালশিরা পড়ে গেছে, এখনো অচৈতন্য। মেয়েটা সিটের এককোনে জবুথুবু হয়ে বসে আছে। সিল্কের কালো চাদরটা পড়ে যাওয়ায় পরণের সাদা পোশাক ও হারটা নেই দেখে বেইলীর ভ্রু কুঁচকে গেল।

রিলি খিঁচিয়ে উঠল, আলো নেভাও।

বেইলী বলল, আলোর দরকার হলে বোলো।

ওল্ডসাম ঘণ্টা দুয়েক বাদে জানাল গাড়িতে তেল নিতে হবে। বেইলী মিস ব্লানডিসের ওপর আলো ফেললো মেয়েটা যেন ঘুমোচ্ছে।

রিলি বলল, আরো অনেকক্ষণ এভাবে থাকবে।

ওল্ডসাম একটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করালো। তেল ভরে ঢাকা বন্ধ করছে, সেই সময়ে একটা এয়ারফ্লো গাড়ি প্যাকার্ডের পাশে এসে দাঁড়ালো। তিনজনই চমকে উঠলো। বেইলী বন্দুকটা চেপে ধরলো। একজনদীর্ঘাকৃতি স্বাস্থ্যবান লোক এয়ারফ্লো থেকে নেমে প্যাকার্ডের দিকে তাকায়। বেইলীর ক্রিয়াকলাপও তার নজর এড়ায়নি।

সে জিজ্ঞাসা করলো, বেশ ঘাবড়ে গেছে, তাই না বন্ধু?

রিলি জবাব দিলো–তাতে তোমার কি?

লম্বা লোকটা গাড়িতে উঁকি দিয়ে বলল, আরে রিলি না?

রিলি, বলল, তুমি সেই এডি না?

হ্যাঁ ঠিক ধরেছো, এডিই।–লোকটি বলল, বদমাইসির চেষ্টা করো না, ক্লিন বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে।

শোন, এডি আমরা কোন রকম ঝামেলায় যেতে চাই না।

এডি সিগারেট ধরালো। রিলি মিস ব্লানডিসকে আড়াল করলেও এডির নজর এড়ালো না।

সুন্দরী মেয়েছেলে বলে মনে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই। রিলি বলল, এখন আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

এডি বলল সুন্দরী মেয়েছেলে বলেছি নিশ্চয়ই কানে গেছে?

রিলি বলল, নিশ্চয়ই, তাতে হয়েছে কি?

মেয়েটা চোখ উল্টে আছে কেন? ট্যারা বুঝি? তাহলেও দেখতে ভাল। একটু উঁকি মেরে দেখলে তুমি কিছু মনে করবে নাকি?

এবার পথ ছাড়বে?

কর্কশ কণ্ঠে–মেয়েটাকে একবার দেখতে চাই। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রিলি সরে দাঁড়াল। এডি ফ্লাস লাইটের আলো মিস ব্লানডিসের শরীরে ফেলে। দামী মাল, জান নেই নাকি।

রিলি বলল–না। এখন রসিকতা রাখ, আমাদের যেতে দাও।

এডি বলল, বেশ যাও, দেখো, অজ্ঞান মেয়েছেলেটার উপর কোন সুযোগ নিও না। মনে হচ্ছে মদে আসক্তি আছে। বোতলের ঘা লেগে কপালে কালশিরার দাগ। নিশ্চয়ই নিজে করেনি।

এডি তাদের গমনের পথের দিকে তাকায়। পেট্রল পাম্পের লম্বা ছেলেটা এগিয়ে জানালা দিয়ে মাথা গলালো।

এডি জিজ্ঞাসা করতেই ক্লিন বললো ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

এই বড়লোকের মেয়েছেলেটাকে নিয়ে করছে কি? সেটাই বা কে? নিজের মনে চিন্তা করা দরকার।

ক্লিন বলল, অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে এখন একটু ঘুমের প্রয়োজন। সে সিগারেট ধরিয়ে বলল, যা করবার তাড়াতাড়ি কর। আমারও একটু ঘুমের প্রয়োজন। এডি বলল, তোদের ফোনটা কোথায়?

ছেলেটি গুমটিতে নিয়ে গেল। ফোনে স্লিমের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

শোন স্লিম, রিলি ও তার দলবলেরা একটি বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে গাড়ি করে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

স্লিম বলল, ধরো মায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

কিছুক্ষণ বাদে, মা জানতে চাইছেন, পোশাক কেমন ছিল।

স্লিমের সাদা পোশাক। কালো রঙের চাদর আর বকলেশ দেওয়া জুতোন দেখে মনে হচ্ছিল কোন জমজমাট পার্টিতে গিয়েছিল। এরকম সুন্দরী এখনো দেখিনি। মেয়েটিকে দেখলে মরা মানুষেরও বদ মতলব আসবে।

শোন এডি মা বলছেন ও নাকি ব্লানডিসের মেয়ে, ধনকুবের ব্লানডিস। রিলি এরকম একটা দাও মারবে আর আমরা দেখব নাকি!

মা বলছেন, বর্তমানে এই ব্লানডিসের মেয়েটির বেশ সুনাম আছে। গোল্ডেন স্লিপার পার্টিতে যাবার কথা ছিল। রিলি বোধ হয় ওখান থেকেই দাও মেরেছে। এডি, এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি। তবে রিলির জায়গা হলো জনির ডেরা।

এডি ঘোকরাকে এক ডলার দিয়ে এয়ারফ্লোতে উঠে গাড়ি চালাতে বললো। স্লিমের ধারণা বুড়ো ব্লানডিসের মেয়েটিকে রিলি উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

ক্লিন বলল, বিদায় নিদ্রাদেবী। কি চমৎকার আমাদের জীবন।

এয়ারফ্লো এগিয়ে চলল।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল।ওল্ডসামকে গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওরা দুজন জানালা দিয়ে লক্ষ্য করছে কেউ অনুসরণ করছে কিনা। মিস ব্লানডিসের জ্ঞান ফিরতেই সে নিজেকে রিলির থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। মেয়েটা কিছু বলতে চাইলে রিলি

তাকে চুপ থাকতে বলল। চিন্তা করল, এডি মাথা ঘামালে স্লিমকে জানাবে তখন সব বেজন্ম গুলো আসবে দেখবার জন্যে।

বেইলী ভাবছে এমন সময় সে বলল, মেয়েটাকে কি আমরা পথে নামিয়ে দেবো। চুপ করে থাকো–রিলি খিঁচিয়ে উঠল, বন্দুকটা আবার গর্জে উঠবে।

বেশ চুপ করলাম, স্লিম লাগলে ব্যাপারটা সুখকর হবে না।

এডি ওকে বলবেই আর এডি না বললেও মা প্রিসন জানেন কি করতে হবে।

রিলি বুঝল বেইলীর অনুমান ঠিক।

জনির ডেরার সামনে গাড়ি থামাল। বেইলী দরজায় শব্দ করতেই জনি দরজা খুলল। জনির চেহারাটা যে মদ খাবার জন্য, জনির ডেরায় যত গুণ্ডা বদমায়েশদের স্থান, অথচ পুলিসের অজানা। জনি বেইলীর দিকে তাকিয়ে মদ শেষ করছে।

জনি অবস্থা বুঝে দর হাঁকাল। রিলি গাড়ি থেকে নেমে বলল, টাকা তুমি ঠিকই পাবে। তবে এখন নয়, মেয়েছেলেটাকে পুরে রাখতে পারলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। শোন জনি মেয়েটাকে জানার চেষ্টা না করে চোখ-কান সজাগ রাখবে এবং আমাদের খাওয়াতে হবে। বিনিময়ে কুড়ি ডলার পাবে। রাজি তো।

জনি পঞ্চাশ ডলারের কথা বললে রিলি ওঁর গায়ে বন্দুক, ধরে যা দেব তাই নেবে নইলে– এখুনি খাবারের ব্যবস্থা করো।

জনি ভেতরে ঢুকতেই বেইলী তাকে অনুসরণ করল।

রিলি মিস ব্লানডিসকে নামতে বললো।

মেয়েটার ভয় এখন অনেকটা কমেছে। গাড়ি থেকে নামল।

রিলি বলল, মুক্তির বিনিময়ে তোমাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু ঝামেলা করলে ভাগ্য পুড়বে।

মেয়েটি বলল ফেরৎ না পাঠালে তোমাদেরই ভুগতে হবে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড় কেউ খুঁজে পাবে না।

রিলি জনিকে জিজ্ঞাসা করল-মেয়েছেলেটা কোথায় ঘুমোবে?

উপরতলায় ছোট একটা অন্ধকার ভ্যাপসা গন্ধ ঘরে তারা ঢুকল।

মেয়েটাকে রিলি বলল, নিজের ঘর মনে হচ্ছে তাই না।

মেয়েটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রিলি বলল, কায়দা বন্ধ রাখ। তোমার মত অনেক মেয়েকে ঢিট করেছি।

রিলি অকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, আমাকে একটু চুমু দাও।

মেয়েটি খাটের অপর পাশে যেতেই রিলি এই প্রথম তার হিংস্র দৃষ্টি দেখল। রিলি ভাবল মেয়েটি চিৎকার করলে বেইলী ছুটে আসবে এবং তার কামনা চরিতার্থ করতে চাইবে। তাই সে দরজা বন্ধ করে বাইরে এলো।

নিচে এসে খাবার দেখে সে ওল্ডসামকে বলল, মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতে। ওল্ডসাম খুশি হয়ে কিছু খাবার দিয়ে বলল চটপট চালান করে দাও।

খাবারের থালা নিয়ে ব্লানডিস নাক সিটকাল।

ওল্ডসাম বলল, জানি এরকম বিছানা আগে ব্যবহার করনি। গাড়ি থেকে একটা কম্বল এনে দিচ্ছি। কম্বল হাতে দেখে রিলি হাসল। মেয়েদের সেবা করতে চায় অথচ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বেইলী খাওয়া শেষ করে সিগ্রেট ধরিয়ে আধশোয়া হল।, ওল্ডসামকে ফিরে আসতে আত্মসচেতন দেখাচ্ছে।

রিলি বলল, মেয়েটাকে ঠিকমত আটকে রেখে এসেছ তো।

মেজাজ নরম না হলে কুত্তিটাকে আটকে রাখতে হবে বৈকি।

বেইলী বলল, একটু ঘুমিয়ে নিই।

রিলি জনিকে বলল, কেউ আসতে পারে বলে মনে হয়?

জনি মাথা নাড়ল। তার হাতে একটা শর্টগান। দেখতে নরম হলেও ততটা নয়।

জনি চলে গেলে রিলি ফোনের কাছে এল। বেইলী শুনতে পেল রিলি ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। একসময় রিলি মিস ব্লনডিসের ঘরে ঢুকলো। বেইলী চোখ বুজল।

রিলি পাতলা পলেস্তারার মধ্যে দিয়ে মিসব্লানডিসকে দেখতে পেল। অগোছালো বিছানা, ঘরের পরিবেশ অসহ্য লাগছে। রিলি বিছানায় বসে জুতো কোর্ট খুলল। বন্দুকটা খাপে ভরা অবস্থায় বিছানায় ফেলল ছুঁড়ে।

ঘরের আলো নেভানো থাকলেও অন্ধকার নয়। রিলি লক্ষ্য করল মিস ব্লানডিস ঘুমোচ্ছ।

মেয়েটির উপর ঝুঁকে পড়ে গলা টিপে ধরল যাতে চিৎকার করতে না পারে।

মিস ব্লানডিস চিৎ হয়ে তাকাল।

রিলি বলল, চুপচাপ থাকো। আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। তাই চেঁচিয়ে লাভ নেই।

মেয়েটির গলা থেকে হাত সরিয়ে রিলি মেয়েটির দুবাহু চেপে রেখে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখবার চেষ্টা করল। মিস ব্লানডিস মাথা সরিয়ে নিতে লাগল।

দরজা খুলে বন্দুক হাতে বেইলী দাঁড়িয়ে।

বেইলী বলল ব্যস্ত হয়ো না রিলি। বেশী নড়াচড়া করো না।

রিলি স্থির। বেইলী বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। মেয়েটার সঙ্গে শোবে বলেই আমাদের ধরে আনতে বাধ্য করেছ। যাহোক আজই আমি তার বাবার কাছে পাঠাবো।

তুমি পারবে না। ব্লানডিসকে কৃতজ্ঞতার বশে পৌঁছে দিলে তুমিই বিপদে পড়বে।

এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। জনি দরজায় এসে বলল, স্লিম ও তার দলবলেরা নীচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রিলি আর বেইলী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।

বেইলী বলল আমি বলেছিলাম স্লিম আমাদের ধাওয়া করবে।

মেয়েটা আর মুক্তোর হারটা আমাদের কাছে আছে তা বলা যাবে না। রিলি বলল নিচে গিয়ে আটকাও আমি বন্দুক নিয়ে নামছি।

বেইলী চলে গেলে রিলি জনিকে বলল দেখবে মেয়েটা যেন চিৎকার না করে। তারপর মিস ব্লানডিসকে বলল, নিচে যে লোকগুলো এসেছে সে তোমার সৌন্দর্য বিচার না করে তোমায় ভেঙে দেবে। স্লিমকে মানুষের পর্যায় ফেলা যায় না। অস্তিত্ব গোপন রাখতে চাইলে চিৎকার করবে না।

মিস ব্লানডিস ভীতির সঙ্কোচ দেখাল। দোতলার বারান্দা দিয়ে তাকাতেই নিচের লোকগুলো তার দিকে তাকাল এডিও আছে। ওপি আর ডক ফ্লিমের দুপাশে দাঁড়াল।

স্লিমের বোকা চেহারা আর এক ছদ্মবেশ। আসলে সে একজন অমানুষ।

অল্প বয়স থেকেই স্লিম খুনি। আসলে তার রক্তেই খুনের নেশা। তার খুনের পেছনে আছে, অর্থের নেশা। লেখাপড়ায় কোন আকর্ষণ ছিল না। স্কুল থেকে বিতাড়িত হওয়ার সপ্তা খানেকের মধ্যেই একটি ছাত্রীকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে দেখা যায়। এর পেছনে ছিল স্লিম। তবে কেউ স্লিমকে ফায়ার করার আগেই মা প্রিসন ছেলেকে শহরের বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

একটা জুয়ার ক্লাবে কাঁচ পরিষ্কারের চাকুরী পেয়ে মাদকদ্রব্য আমদানী রপ্তানী দলে জড়িয়ে পড়ে। সে লক্ষ্য করল দলের লোকগুলো প্রচুর পয়সা কামাচ্ছে। সে তখন হাত পাকাল। সব বাজে কাজই করতে তার অসুবিধা হল না। দলপতি হওয়ার পর মা প্রিসন তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল। সে নিজের ছেলেকে একটা সমাজ বিরোধী গড়ে তুলল।

রিলি কোটের পকেটে হাত ঢুকাল। স্লিম তারদিকে তাকিয়ে হাসছে।

এডি বলল-শোন রিলি আমাদের আশা করনি তাই না?

সত্যি তোমাদের আগমন বিস্ময়ের।

এডি জিজ্ঞাসা করতেই রিলি বলল, ওকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি। বেশীক্ষণ অজ্ঞান ছিল না। শোন রিলি, ওই সুন্দরীকে গোল্ডেন স্লিপার থেকে এনেছিলে তাই না।

না,না। ওকে ইজির রান্নাঘর থেকে পেয়েছিলাম। কাজের তদারকি করছিল। একটু মজা করতে ওকে এনেছিলাম। কিন্তু খুব ভয় পেয়েছে দেখে ছেড়ে দিলাম।

তাকে দেখে তো সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল।

সিনেমার যুগে সব মেয়ের পোশাকেই তাকে সম্ভ্রান্ত মনে হয়।

স্লিম জিজ্ঞাসা করল, জনি কোথায়?

উপরে।

স্লিম এডিকে বলল, ওকে ডাকতে।

জনি তার হাত ধরে টেনে নীচে নামল। একমাত্র ক্লিনের দৃষ্টি রিলি আর বেইলীর উপর। জনির সঙ্গে আবার মিস ব্লানডিস উপরে উঠে দরজা বন্ধ করল। দরজা বন্ধ হতেই ডক ওপি, এডি আর ক্লিন নিজের বন্দুক হাতে তুলে নিল।

স্লিম আদেশ দিল ওদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নাও। ওক ওল্ডসামের বন্দুক কাড়তে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনারের বন্দুক গর্জে উঠল আর সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

হিংস্র অভিব্যক্তি নিয়ে স্লিম একবার রিলি ও বেইলী, ওল্ডসামের দিকে তাকাল।

স্লিম চেঁচিয়ে বলল–ওকে সরিয়ে নাও।

ডক আর ওপি ওল্ডসামের দেহ বাইরে রেখে এল।

এডি রিলিকে বলল, যা জানতে চাইব সত্যি বলবে। মেয়েটা কে?

রিলি বলল, আমি জানি না।

তাহলে আমি তোমাকে জানাই, ও জন ব্লানডিসের মেয়ে। তুমি ওকে এনেছ মুক্তোর হারটা নেবার জন্য। রিলির পকেট থেকে মুক্তোর হারটা স্লিমকে দিল।

এডি দোতলায় মেয়েটার ঘরে ঢুকল।

মিস ব্লানডিস জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

এডি বলল, শোন খুকী, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

মিস ব্লানডিস বলল, দয়া করে আমাকে বাড়ি যেতে দাও।

একখানা হাত ধরে এডি বলল, এসো। কোন ভয় নেই।

যদি টাকা চাও আমার কাছ থেকে দেব। ওই লোকগুলোর কাছে আমায় নিয়ে যেও না। বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আমি তো সঙ্গে রইলাম কোন ভয় নেই।

মিস ব্লানডিস বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। বাবাকে ফোন করছ না কেন। উনি টাকা দেবেন–তোমাদের।

দরজা খুললে মিস ব্লানডিস এডিকে অনুসরণ করল।

এডি দোতলায় উঠতেই স্লিম বলল ক্লিনকে, ওদের বাইরে নিয়ে যাও।

ডক আর ক্লিন-বেইলী আর রিলিকে বাইরে নিয়ে গেল। স্লিম পিছনে গেল। হাতে দুটি লম্বা দড়ি। শুনতে পেল রিলি চিৎকার করছে।

ভয়ে বেইলী ফ্যাকাশে হয়ে আছে। একটুকরো ফাঁকা জায়গায় স্লিম তাদের দাঁড় করালো।

সে বলল, ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধ।

ডক রিলিকে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধল। রিলি নিজে বাঁচবার চেষ্টা করল না।

বেইলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে গাছে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াল, ডক তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে তার পেটে এক লাথি মেরে গাছের নিচে নিজেকে আড়াল করল।

স্লিম চেঁচিয়ে বলল, ওকে মেরে ফেল না। ওকে জীবন্ত চাই।

ডক ঘাসের উপর শুয়ে কাতরাচ্ছে। ক্লিন গাছলক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। স্লিম একটা ছুরি হাতে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। বেইলী পালাবার পথ খুঁজতে ক্লিনের সামনে পড়ল। তাকে

লক্ষ্য করে ঘুষি চালাতে স্লিম এগোতে লাগল। দুজনের ব্যবধান যখন কয়েক গজ তখন স্লিমের ছুরি গিয়ে বিধল বেইলীর গলায়।

বেইলীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করল স্লিম চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

রিলি চিৎকার করে বলল–আমাকে খুন কর না। ভগবানের দিব্যি আমাকে ছেড়ে দাও।

স্লিম হাসল। রিলির জামা ট্রাউজারের তলা থেকে বের করতেই ছেঁড়া অংশ দিয়ে রিলির পেট বেরিয়ে এলো।

স্লিম বলল–এই ছুরিটা তোমার পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তোমার মৃত্যু অনেক দেরীতে হবে।

রিলি বলল, আমার শরীরে এভাবে ছুরি চালিও না। ভগবানের দিব্যি। না করো না.......

স্লিম হাসছে। ছুরিটা রিলির তলপেটে। ছুরিটা পেটে ঢোকাতেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। কিন্তু তার দড়ি তাকে ধরে রাখল।

স্লিম কয়েক ফুট দূরে ঘাসের ওপর সিগারেট ধরাল। রিলির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি মরতে থাক বন্ধু।

হাত চোখ বেঁধে

০২.

হাত চোখ বেঁধে মিস ব্লানডিসকে একটা জোরাল আলোর মধ্যে ঠেলে দিল। এডি পিছনে তার বাহু দুটি শক্ত করে ধরে। স্লিম অনেকগুলো খুন করার পর বিশ্রাম নিচ্ছে।

মা প্রিসন মেদ বহুল ঝোলা মাংস নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। নাসিকা তীক্ষ্ণ, চোখ দুটি উজ্জ্বল ও ধূর্ত। গলায় সস্তা গয়না পরেছে। ক্রিম রঙের শাড়ি পরে হাত দুটি হাঁটু চেপে ধরে আছে।

এডি হাত খুলে দিতেই মিস ব্লানডিস মা প্রিসনকে দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল।

মিস ব্লানডিসকে পরিচয় করিয়ে দিল-ইনি মা প্রিসন।

বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস ব্লানডিস ভয়ে এডির হাত ধরে বসে পড়ল।

মা প্রিসন বেশী কথা বলেননা ও শোনেননা। কিন্তু এখন অনেকগুলো কথা বললেন।

তোমার বাবা না আসা পর্যন্ত তোমায় এখানে থাকতে হবে। সমস্তই তোমার বাবার উপর নির্ভর করছে। তার আগে তোমাকে আমার ছেলেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তুমি কোনরকম ঝামেলা করবে না। বুঝেছ তো?

মিস ব্লানডিস উদ্ধত ভঙ্গিতে মায়ের দিকে তাকাল।

মা প্রিসন চেয়ার থেকে উঠে বললেন একে ধরে দাঁড় করাও।

এডি মিস ব্লানডিসকে ধরে দাঁড় করালো। মা প্রিসন সজোরে গালে চড় মেরে বললেন, কোনরকম চালাকি করবে না। যাও ওপরে নিয়ে যাও।

এডি মিস ব্লানডিসকে ওপরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে এডি দেখল সবাই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মা প্রিসন অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন।

মা প্রিসন বললেন, শোন, মেয়েটাকে একটু একা থাকতে দাও। ওকে খেপান উচিত হবে না। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বুড়ো ব্লানডিস ফেডারাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা করেছে। এবং ম্যাকগনের মৃতদেহ খুঁজে বার করেছে বলে মনে হয়। টাকা আদায় করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

এডি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল কি করতে হবে আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শহরে গিয়ে ফোন করে বুড়োকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করবে। জানাবে আগামীকাল বলা হবে কি করতে হবে। আর বুড়োকে বলবে বাঁকা পথ ধরলে মেয়েটারই ভাগ্য খারাপ হবে। আসল কথা ওকে ভয় দেখাবে।

এডি বলল, বেশ তাই, ওকে সব ঠিকমত জানাব।

মা ক্লিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলত কারা কারা আমরা এরমধ্যে জড়িয়ে আছি।

ক্লিন বলল, জনিও স্বচক্ষে সব দেখেছে...তাবে জনি লোক ভাল। মৃতদেহ তিনটি পুঁতে ফেলতে হবে আর গাড়িটার ব্যবস্থা করতে বলে এসেছি। আর আছে পেট্রল পাম্পের সেই ছোকরা। তখনই সে ভয়ে-অর্ধমৃত অবস্থা তবুও এডিকে চিনতে পারবে।

মা বললেন–সুযোগ না দিয়ে তুমি ছোকরাটাকে সরিয়ে দাও। আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই। ফেডারেল এজেন্ট রিলিও তার সঙ্গীদের খুঁজে না পেলেও সেই ছোকরাটাকে খুঁজে পাবে। ক্লিন তুমি গিয়ে কাজ সেরে ফেল।

মা বললেন, ডক তুমি বুড়ো ব্লানডিসকে চিঠি লেখ। ওকে বল পাঁচ আর বিশ ডলারের নোটে পাঁচ হাজার ডলার দিতে। একটা হালকা রঙের ব্যাগে ভরে নিয়ে আসতে যাতে বয়ে আনা যায়। টাকা যোগাড় হলেই ট্রিবিউন পত্রিকায় ছোট পিপেতে সাদা রঙ বিক্রির বিজ্ঞাপন দিতে। তারপর আমাদের নির্দেশ পাবে। যদি পুলিশে খবর দেয় তাহলে ওর মেয়ের উপর আমরা নির্দয় হব। ঠিক আছে?

ডক এমন কাজ আগেও করেছে। সে চিঠি লেখার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেল। মা প্রিসন সিগারেট ধরিয়ে ছেলেকে বললেন, তুমি কিছু বলছ না।

সে বলল, মেয়েটার মুক্তোর হারটা বিক্রি করতে হবে। হারটা পকেট থেকে বের করে বলল, এটা তোমার আর মেয়েটা আমার।

এটাতো এমনিতেই আমার কাছে আসতো দর কষাকষির দরকার ছিল না। তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি।

তুমি দলের মেয়েদের সম্পর্কে বেশ কঠিন বলে জানি।–নিচু গলায় স্লিম বলল, মা, অনেকদিন মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিনি। তুমি আমাদের মেয়েদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। এই সুন্দরীকে বশ মানাতে চাই। তুমি ওর ভার আমাকে দাও। রাজী হলে মুক্তোর হারটা

মা ছেলের্কে ভালই চেনেন। আজেবাজে না বকে হারটা আমায় দাও।

শোন মা, এই মেয়েছেলেটাকে আমার চাই-ই, বশ তাকে মানাবোই।

চেষ্টা করে দেখ, বাধা দেব না।

স্লিম বলল, মা আমার সঙ্গে উপরে এসো মেয়েটাকে বোঝাই যাতে কোন ঝামেলা না করে।

মা ছেলেকে বললেন, চাইছ পাবে। তবে এই মুহূর্তে নয়। বলেই ছেলের হাত থেকে মুক্তোর হারটা নিলেন।

এডি শহরে পৌঁছে একটা খবরের কাগজ কিনল। খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে মিসব্লানডিসের হরণ করার খবর। তার সঙ্গে মিস ব্লানডিস ও ম্যাকগনের ছবি। কিন্তু পুলিশের কোন মন্তব্য ছাপা হয়নি। কোণের দিকে সিগারেটের দোকানে ঢুকে পিছনের দরজা দিয়ে জুয়ার আড্ডায় ঢুকে গেল। উপস্থিত নরনারীরা মদ্যপান করছে আর

বিলিয়ার্ড খেলছে। এডি ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে ওপিকে দেখতে পেল। ওপিকে শহরে থাকতে বলা হয়েছে আড়িপাতার জন্য।

ওপির দেওয়া মদের গ্লাস নিয়ে বলল, নতুন কিছু খবর আছে?

প্রচুর।–পুলিশ রিলি আর তার সঙ্গীদের খুঁজছে। পুলিশ জেনেছে, বেইলীর নজর মুক্তোর। হারের উপর ছিল। ওরা তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ফেডারেল এজেন্ট যে কোন সময় শহরে তল্লাশি চালাতে আসবে। তোমাকে যেন বন্দুক সমেত ধরার সুযোগ না পায়।

এডি হেসে বলল, আমি এসেছি বুড়ো ব্লানডিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কাজ সেরে ফিরে চল। আস্তানাটা নিরাপদ নয়।

ওপি মদের গ্লাসে চুমুক দিলে, বেশ আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

এডি পথে বেরিয়ে ফোনের জন্য এদিক ওদিক-তাকাচ্ছে, সেই সময় একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মেয়েটি বেপরোয়া হলেও বাজে মেয়েছেলে বলে মনে হয় না।

শেষে একটা ওষুধের দোকানে ফোনের বুথ খুঁজে পেল। রিসিভারের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নাম্বারে যোগাযোগ করতেই অপর প্রান্তে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আপনি কে? ব্লানডিস কথা বলছেন, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। আপনার মেয়েকে পাওয়ার জন্যে কিছু নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।

আমাদের নির্দেশমত চললে আপনার মেয়ের কোন ক্ষতি হবেনা। আপনার মেয়ে ভালই আছে। তবে পুলিশে খবর দিলে ভাল থাকবে না। দলের অনেক পুরুষই.ওকে নিয়ে খেলতে চাইছে। আপনি চালাকি করলে শেষে ওদের কথাই মেনে নিতে হবে। ব্লানডিসকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই এডি রিসিভার নামিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো।

এডি লক্ষ্য করল মেয়েটি কাছেই একটি দোকানের শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি তার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি সাদা কার্ড ফেলে দিল। তাতে ছাপা আছে ২৪৩ প্যালেস, ওয়েস্ট। হেসে কার্ডটা পকেটে রেখে দিল।

ওপিকে গাড়িতে তুলে নিতে গিয়ে এডি লক্ষ্য করল, একটা গাড়ি তাদের পেছনে আসছে তাতে দুজন লোক আছে।

ওপি নিম্ন কণ্ঠে বলল, ফেডারাল অফিসার।

ফেডারাল অফিসার দুজন তেমন কোন আগ্রহ না দেখিয়ে এয়ারফ্লো গিয়ে প্রবল গতিতে শহরের বাইরে চলে গেল।

ওপি বলল, এখন থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে।

ভয় নেই, ব্লানডিস পুলিশে খবর দেবে না।

মা প্রিসনের বাড়িটা গাছ আর ঝোপে ঘেরা একখণ্ড জমির উপর। সহজে মানুষের নজরে পড়ে না। মা প্রিসন অনেক কষ্টে এই বাড়িটার খোঁজ পেয়েছেন। তবে বাইরে থেকে কে ঢুকছে তা ভাল করেই ভেতর থেকে লক্ষ্য করা যায়।

লৌহদুর্গ করে বাড়িটা তৈরী। মা যখন বুঝলেন বোমা আর গুলির আঘাতে বাড়িটাকে কিছু করা যাবে না তখন তিনি দলবল সমেত এখানে উঠে এলেন।

সদর দরজায় এয়ারফ্লো এসে থামল। এডি গাড়ি থেকে নামল। ওপি এয়ারফ্লো গ্যারেজে রেখে ডজ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর স্লিমকে নিয়ে এসে একটি গাড়ি থামল।

মা প্রিসন, অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ক্লিনকে বললেন, প্রথমে তুমি বল।

অনায়াসে কাজ সেরেছি। ছোকরা আমার গাড়িতে তেল ভরতে এলে আমি তার মাথায় গুলি চালালাম।

মা প্রিসন ক্লিনকে ঘুমোতে বললেন। এডি মায়ের কাছে গিয়ে বসল।

ব্লানডিস ভয় পেয়ে মেয়েকে নেবার চেষ্টা করবে। ফেডারাল অফিসাররা নাক গলিয়েছে। দুজনকে গাড়িতে আসতে দেখেছি।

শেষ পর্যন্ত বাপের মেয়েকে ফিরে পাওয়া হবে না।

আপনি কি ওকে মেরে ফেলবেন?

স্লিম ওকে চায়। কিন্তু মেয়েটা ওকে সহ্য করতে পারে না।

মেয়েটা সম্ভ্রান্ত-অসহায়, স্লিম ওকে নির্দয় ভাবে ভোগ করবে।-এডি রেডিও চালু করল।

মা বললেন–তাতে তোমার কি?

আমার কাছে এটা অন্যায়।

রেডিওতে ঘোষণা শুরু হল। সমস্ত গাড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ব্লানডিস হরণ সম্পর্কে–যে লোকগুলোকে খোঁজা হচ্ছে-ফ্রাঙ্ক রিলি, চেহারার বর্ণনা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি–একশো চব্বিশ পাউন্ড বয়স সাঁইত্রিশ।চুল কালোগায়ের রং শ্যামবর্ণ–পরণে কালচে বাদামি স্যুট আর হালকা টুপী। আর তৃতীয় ব্যক্তি শ্যাম ম্যাকটন। পাঁচ ফুট সাতছত্রিশ – একশো পাউন্ড–ধূসর চুল ও গোঁফওরা শহরের আশেপাশে লুকিয়ে আছে এবং ওরা বিপজ্জনক ব্যক্তি–এই পর্যন্তই। ম্যাডিস্টোন।

মা বলেন, আমরা নিশ্চিন্ত ফেডারাল অফিসাররা ওদের খুঁজছে।

এক গ্লাস মদ খেয়ে এডি গা এলিয়ে দিল। সে জিজ্ঞাসা করল, স্লিম কোথায়?

শুয়েছে।

একা?

একা নিশ্চয়ই। তুমি কি ভেবেছিলে?

ভেবেছিলে মেয়েটার সঙ্গে শোবার অনুমতি দিয়েছি। টাকা পাওয়ার আগে নয়।

আপাততঃ এডি নিশ্চিত হল। ভাবতেও খারাপ লাগে মিস ব্লানডিসকে স্লিম ভোগ করবে। আমি ঘুমোতে চললাম।

এডি পকেট থেকে রূপোর ঘড়িটা বের করতেই সাদা কার্ডটা পড়ে গেল। মার দৃষ্টি পড়তেই এডি হেসে তুলে নিল।

মাকে বলল, একজন বেশ্যা রাস্তায় আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছিল।কার্ডটা উল্টাতেই নজরে পড়ল ঠিকানাটা।

রাত দুটোর সময় প্যালেস হোটেলে এয়ারফ্লো এসে দাঁড়াল। ক্লিন এডির দিকে তাকাল।

সে বলল, এখানে তো পৌঁছলাম, তারপর।

এডি বলল, হোটেলের ভেতরে যাচ্ছি তুমি অপেক্ষা কর। স্লিম আমার সঙ্গে যাবে।

ভিতরে ঢুকে দারোয়ানের ডেস্কের সামনে ঘুমে ঝিমানোলোকটির সামনে এসে দাঁড়াল।

এডি নিচু স্বরে ২৪৩ নং ঘরে কে থাকে?

দারোয়ান বলল, এ খবর আপনাকে জানানো যাবে না। কাল অফিসে এসে জানবেন।

চালাক ছোকরা তাই না? স্লিম বন্দুক দেখিয়ে বলল, খাতা খুলে বল, ২৪৩ নং ঘরে কে থাকে?

দারোয়ান বন্দুকটা দেখে রেজিস্টারটা এগিয়ে দিল। এডি খাতার পাতা উল্টিয়ে দেখল।

অ্যানা বোর্গ। একটা পাতায় এসে বলল, মেয়েটা কে?

এডি দেখল ২৪৩ নং পাশের ঘর দুটি ফাঁকা, বন্দুকের উল্টো দিক দিয়ে দারোয়ানের মাথায় আঘাত করতেই সে মাথা লুটিয়ে ডেস্কের উপর পড়ল। এডি তার মাথা তুলে দেখল।

সে বলল, এর স্ত্রী ছেলেপুলে থাকতে পারে। এত জোরে মারাটা ঠিক হয়নি।

স্লিমকে কঠিন দেখাচ্ছে। সে বলল, উপরে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ করি।

তারা লিফটে চারতলায় উঠল। তারা এই তলায় দুশো নম্বর ঘরের খোঁজ পেল।

এডি বলল–কোন ঝামেলা না দেখলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এমন একটা অন্ধকার জায়গায় স্লিম দাঁড়ালো যেখান থেকে করিডোরের শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ২৪৩নং ঘর শেষ মাথায়। হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। অন্ধকারে ঘরে ঢুকেই আগে দরজা বন্ধ করল। টর্চের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বালাল।

ঘরে কাউকেই পেলনা। পোশাক পাল্টে চলে গেছে মনে হচ্ছে। জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই এয়ারফ্লো গাড়িটাকে দেখতে পেল না।

ক্লিন তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে না কি। ঘরের আলো নিভিয়ে এডি বেরিয়ে আসতেই স্লিম এডির হাত চেপে ধরল।

ক্লিন চলে গেছে। মেয়েলোকটা মনে হয় কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

নিচে কারা যেন কথা বলছে তারা শুনতে পেল। স্লিম নিচে তাকিয়ে বলল ফেডারাল অফিসার। ক্লিন তাই পালিয়েছে এসো আমরা পালাই।

এডি বলল, ব্যস্ত হয়ো না। নিচে কোন গোলমাল হয়েছে।

কি বাজে কথা বলছ?

এই বোর্গ মেয়েছেলেটা কে? রিলির সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই বা কি? আমাকে ঠিকানা দিল আসার জন্য অথচ ফেডারাল এসে পড়ল।

এখন চিন্তা না করে পালাই চল। এখান থেকেই আমি সবকিছু দেখতে চাই।

চল পাশের ঘরে ঢুকে পড়ি। ২৪৩ নং ঘর সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে।

তারা পাশের শূন্য ঘরে ঢুকল। একজন ফেডারাল এজেন্ট উপরে এসে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক দেখে আবার নিচে নেমে গেল। এডি বাইরে যেতে উদ্যত হতেই স্লিম তাকে বাধা দিল। ২৪৩ নং ঘরের দরজা খুলে একজন মহিলা উঁকি দিচ্ছে। এডি তাকে চিনতে পারল। মহিলাটি প্যাসেজ দিয়ে চলল।

এডি বলল, কি বুঝছ বলতো।

স্লিম জিজ্ঞাসা করল–এই মেয়েটাই কার্ড ফেলেছিল?

এডি ঘাড় নাড়ল।

মেয়েটা এখানে কি করছে?

তাইতো জানতে চাই। এডি প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে মেয়েটার ঘরে ঢুকবে ওর সঙ্গে কথা বলবে বলে। তুমি পুলিশগুলোর দিকে নজর রেখ, কেমন?

স্লিম রাজি হল। এডি সেই ঘরটাতে ঢুকল। আলো জ্বলছে। দেখল একটি মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

.

মা প্রিসন বিপদের আশঙ্কায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। তিনি মিস ব্লানডিসের ঘরে আসতেই মিস ব্লানডিস বিছানায় উঠে বসল।

তোমায় কেউ কি কখনো এরকম জিনিস দিয়ে মেরেছে? মিস ব্লানডিস ঘাড় নাড়ল। দুঃস্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙে গেছে।

খুব লাগে।–বলেই তার হাঁটুর উপরে সজোরে আঘাত করলেন।

মা হাসলেন। তোমার খুব তেজ তাই না। তারপর রবারের নল দিয়ে পিটোতে লাগলেন।

ওপি বাগান থেকে ফিরে ডককে জিজ্ঞাসা করল, এডি এখনও ফেরেনি?

ডক মাথা নাড়ল। দুজনে বসবার ঘরে এলো। ওপি দুটো গ্লাসে মদ ঢালল।

ওপি গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল–মা কোথায়?

উপর তলায়। মনে হচ্ছে মেয়েটাকে বশ মানাচ্ছে।

বুড়ি নেকড়েটা চুপচাপ বসেছিল হঠাৎ রবারের নল নিয়ে উপরে উঠে গেল।

চিৎকার শুনে ওপি বলল–কে চিৎকার করছে?

ডক রেডিও চালাতেই বাজনার আওয়াজে ঘর ভরে গেল।

ডক বলল–এভাবে মেয়েটাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

বিছানায় বসে মা হাঁপাচ্ছেন। মিস ব্লানডিস বিছানায় বসে খামচে চাদরটা ধরে আছে। রবারের নলটা মেঝেতে পড়ে আছে। আর তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মা প্রিসন বললেন, এখন আমরা কথা বলতে পারি কি বল?

মা প্রিসন প্রস্তাব রাখতেই তার মুখ দিয়ে প্রতি কথায় মা বেরিয়ে এলো।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে মা বললেন, বুদ্ধ মেয়ে তুমি কোনদিনই আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তোমার বাবা টাকা দিলেও তোমার সুন্দর মুখ আর কোনদিনই দেখতে পাবে না। তুমি কি স্লিমকে মেনে নেবে।

মিস ব্লানডিস বলল–না। তোমাদের কথায় আমাকে রাজি করাতে পারবে না।

স্লিম যা চায় তাই আদায় করে। আমার কথা না শুনলে ওষুধ খাইয়ে তোমার মন পাল্টে দেবো।

দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আবার দেখা হবে।

এডি হাওয়া খাওয়ার জন্য মানুষটির পাশে বসল। মৃত মানুষ হেলী তা বুঝতে পারল। খবর সরবরাহ করাই তার কাজ। সেই বেইলীর নাম ফেডারাল অফিসারকে বলেছে।

দরজা খুলতেই সে দেখল স্লিম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে, বাইরে এসে রুমাল দিয়ে দরজার হাতলটা মুছল।

রাস্তা থেকে পুলিশের সাইরেন ভেসে এলো। এডিকে হাত নেড়ে সিঁড়ির কাছে ডাকল। ২৪৩ নং ঘরের মেয়েটা চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার শুনে এডি ঘাবড়ে গেল।

ওই ছুড়িটা আমাদের ডোবাবে–চল এখান থেকে পালাই।

উপর তলায় আসতেই ঘরের দরজাগুলো খুলে গেল। পায়ের শব্দ শোনা গেল। নারী পুরুষের মিলিত চিৎকার ভেসে আসে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এডি বলল–ছাদে চল। কেন যে টমিগানটা রেখে এলাম।

দুজনে সিঁড়ির দরজায় এসে দেখল তালা বন্ধ। স্লিম দুবার গুলি মেরে তালা ভেঙে ছাদে উঠে গেলো। ছাদের কিনারায় গিয়ে কুড়ি ফুট নীচে পাশের বাড়ির ছাদে এসে পড়ল। তারা নিজেদের আড়াল করল। ছেড়ে আসা ছাদে টুপী পরা দুজন মানুষকে দেখা গেল, স্লিম বন্দুক চালাল। একজন পুলিশকে দেখা গেল না আর একজন আহত হলো।

আমাদের আলাদা হতে হবে। এডি বলল, তুমি এখান থেকে বের হতে পার তাহলে কসমস এ আমার সঙ্গে দেখা করো।

স্লিম বলল, আমি ঠিক বেরিয়ে যাব। আমাকে বাধা দেওয়া কোন পুলিশের কর্ম নয়।

এডি হামাগুড়ি দিয়ে পাশের ছাদে পড়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করল। ছাদ থেকে নামবার কোন উপায় নেই। স্লিম ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ে চলেছে। স্কাই লাইটটা এডির

নজরে পড়তেই দৌড়ে গিয়ে ঢাকনা খুলে দেখল একটা শূন্য ঘর। সে নিচে নেমে স্কাইলাইটের ঢাকা যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

এডি দরজা খুলে প্যাসেজে এলো। সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় নামতেই দেখল দুজন পুলিশ উপরে উঠে আসছে।

এডি অপেক্ষা না করে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। প্রথমে মনে হল ঘরটা জনশূন্য, তারপর দেখল একজন মহিলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। এডি মহিলাটির শরীরে বন্দুকটা চেপে ধরল।

শোন, এডি বলল। তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। পুলিশ তোমার খোঁজে আসছে আমি একটু পরেই চলে যাব।

মেয়েটির চোখ দুটি নীল, সোনালী চুল। পরণে কালো পাজামা তাকে ভালই মানিয়েছে।

এডি বলল, বিছানায় শুয়ে পড়।

শরীরে চাদর ঢেকে ভয়ার্ত মেয়েটি শুয়ে পড়ল। অন্ধকারে শুয়ে নরনারীর চিৎকার শুনতে পেল। কারণ, পুলিশ ঘরে ঘরে তল্লাসি চালাচ্ছে।

এডি মাথা তুলে দেখল মেয়েটা ঠিকমত শুয়েছে কিনা। সে বলল, পোশাক খুলবার দরকার নেই। ভয় নেই, আমি তোমার বিছানায় নেই।

এডি চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে মেয়েটার একখানা হাত চেপে ধরল। সে হাসল, পুলিশ না যাওয়া পর্যন্ত ধরে থাকব। মেয়েটি মরার মত পড়ে রইল। ।

সহসা শব্দ হতেই এবং আলোর রশ্মি মেয়েটার মুখে পড়তেই সে হাই তুলল এডি চুপচাপ শুয়ে রইল। মেয়েটা বলল–কে?

ঠিক আছে মিস। পুলিশ বলল, আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি।

কি ব্যাপার বলুন তো?

আমরা একজোড়া বদমায়েশের খোঁজ করছি। আপনি যখন কিছুই জানেন না, তখন আপনার ঘুম ভাঙাবার জন্য দুঃখিত।

এডি অবজ্ঞার ভাব দেখাল।

মেয়েটি বলল–আপনি দয়া করে চলে যান।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। পুলিশটা চলে গেলে এডি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পুলিশটা আবার উঁকি মেরে বলল, নিদ্রা সুখের হোক।

এডি বলল, তুমি চমৎকার অভিনয় করেছ।

মেয়েটি কিছু না বলে এডির একখানা হাত চেপে ধরেছে। এডি শুয়ে রইল। রাস্তায় জনতার চিৎকার কানে আসতেই চিন্তা করল, স্লিম ধরা পড়েছে। নিজেকে নিরাপদ মনে হল।

এডি উঠে মেয়েটিকে বলল, সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ।

মেয়েটি বলল, তুমি চলে যাও।

হ্যাঁ।

এখনও তুমি আমার আসল সাহস দেখনি। এডি হকচকিয়ে গেল। সে হেসে বলল, বেশ ভালবাসার স্মরণার্থে না হয়

সে রাত্রিটা থেকে গেল।

ট্রিবিউন পত্রিকায় দুদিন পরে কয়েকটা টিন বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলো। মা গ্রিসন কাজটা ডককে দিল।

তিনি বললেন, লোকটা টাকার যোগাড় করেছে এখন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডক বিজ্ঞাপনটা দেখে হাসল।

মা বললেন, মেয়ের জন্য চিন্তাগ্রস্ত বাপের কাজটা সহজ হবে। ফেডারেল অফিসাররা কাছাকাছিই থাকবে। তবে তারা মেয়েকে হাতে নাতে না পাওয়া পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে

সাহস পাবে না। তুমি চিঠিতে জানিয়ে দাও কিভাবে টাকা আমাদের হাতে পৌঁছাবে। ম্যাকওয়েল পেট্রোলপাম্প থেকে গাড়ি ছুটিয়ে মাইল খানেক এসে একটা আলো দেখতে পাবে, আলোটা দেখতে পেলেই ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে দেবে। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে একা আসবে। আর জানাবে চালাকি করলে মেয়ের জীবনের ক্ষতি হবে।

মা ক্লিনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একটা টর্চ নিয়ে যে রাস্তায় ম্যাকওয়েল পেট্রোল পাম্প আছে সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে। বুড়ো ব্লানডিসকে আসতে দেখলে তুমি আলোর সংকেত দেখাবে। তোমার কোন অসুবিধা হবেনা, তবে পুলিশ অনুসরণ করতে পারে। মাইলখানেক রাস্তাটা একেবারে সিধে। সুতরাং কেউ অনুসরণ করলে তোমার চোখে পড়বেই। যদি কেউ তোমায় অনুসরণ করে তাহলে তুমি টাকা রাস্তায় ছড়িয়ে দেবে। রাস্তায় টাকা ফেললে তোমায় আর তারা অনুসরণ করবে না। কারণ, তারা বুঝতে পারবে তাদের মেয়ের কি অবস্থা হবে। গোলমাল করে ফেল না।

ক্লিন মাথা নেড়ে বলল, কাল রাতে।

হ্যাঁ।

ক্লিন আর ডক বিদায় নিয়ে এডির ঘরে গিয়ে ঢুকল। ক্লিন বলল–টাকাটা প্রস্তুত কাল রাতে নিতে যাচ্ছি।

অস্থিরভাবে ডক এডিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে মদ আছে?

নিশ্চয়ই, আলমারিতে পাবে...আমাকেও দিও।

তিনটে গ্লাসে ডক মদ ঢালল। দুজনকে পরিবেশন করে নিজেও খেল। সে বলল, গতরাতের ভীতি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারনি নাকি?

ক্লিন বলল, তুমি ভাগ্যবান এডি। যুদ্ধ যখন চলছে, তখন তুমি এক সুন্দরীকে পেয়ে বিছানায় সুখ ভোগ করলে?

এডি হেসে বলল,তা না হলে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া যেত না।

একসঙ্গে তিনজনে হেসে উঠল।

ডক বলল–যাই বল এডি, স্লিম ফেডারাল অফিসারদের ভালই শিক্ষা দিয়েছে।তিনজন খতম আর চারজন আহত হয়েছিল। স্লিমের টিকিটিও ওরা ছুঁতে পারেনি। তবে তারাও ছেড়ে কথা বলবে না।

ক্লিন বলল-স্লিম ভয় পায়নি?

ডক মুখভঙ্গি করে বলল-মেয়েটাকে পাবার জন্য নিজেকে শানাচ্ছে।

এডি বলল, মেয়েটাকে নিয়ে কি করা হচ্ছে বলতো। কাজের চাপে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

ডক বলল, পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। মেয়েটা বুঝতে পারবেনা–ওর ওপর কি করা হচ্ছে আর হচ্ছে না।

এডি হেসে বলল, উপরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসব। অনেকদিন ওকে দেখিনি। দেখতে চাই ওর ওপর কি করা হচ্ছে।

ডক আর ক্লিন পরস্পরের দিকে তাকাল।

ডক বলল, মা চায়না মেয়েটাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাক।

এডি বলল, মা কি চায় তা জানতে চাই না। আমি দেখব মেয়েটার উপর কি অত্যাচার করা হচ্ছে।

ডক বলল, বেশ যাও, এলে জানাব। ক্লিন আর স্লিমের উপর নজর রেখ।

এডি মিস ব্লনডিসের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা বেশ রোগা হয়ে গেছে।

এডি বলল, ভয় পেয়ো না। তোমাকে একবার দেখতে আর কথা বলতে এলাম।

ব্লানডিস বলল–এখান থেকে চলে যাও।

এডি বলল–তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমার ইচ্ছা তুমি এখান থেকে মুক্তি পাও। তাই কিছু বলতে চাই।

মিস ব্লানডিস কাঁধ ঝাঁকাল, এডি ঘরে গিয়ে মদ নিয়ে পান করতে বসল।

মেয়েটি হাত থেকে মদের গ্লাসটি নিল। এডি দেখল মেয়েটির হাত কাঁপছে। মুখে ঢালতে গিয়ে খানিকটা বাইরে পড়ে গেল।

এডি জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে ওরা কি করছে?

মেয়েটি চুপ। এডি বলল, আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই।

ক্ষীণকণ্ঠে মেয়েটি বলল, একটা লম্বা কালো লোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী শব্দ করে। গতরাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি সে আমার পাশে শুয়ে আছে।

এডি বলল, ও কিছু করেছিল।

সভয়ে মেয়েটি মাথা নাড়ল যেন এখনও তার পাশে শুয়ে আছে। সে বলল, তুমি কি কখনও স্বপ্ন দেখেছ? এমন সব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি যা ঘুম ভাঙলেও মনে হয় আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি। গত রাতে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম।

স্বপ্ন আমিও দেখেছি কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয়নি।

গতরাতের স্বপ্নটা ছিল আরও খারাপ। ঘুম ভাঙতেই আরও খারাপ লাগল। দেখি লোকটা আমার গা ঘেষে শুয়ে আর বুড়িটা আমাকে নগ্ন করে রেখেছে।মিসব্লনডিসকান্নায় ভেঙে পড়ল।

এডি একটা সিগারেট ধরাল।

মেয়েটি বলল–আমাকে কেউ স্পর্শ করলে ঘেন্না করে। মরা মানুষের মত পড়ে থাকলেও লোকটার হাত আমার সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এডি বলল, এবার থেকে আমি নজর রাখব তোমার উপর।

মিস ব্লানডিস বলল, লোকটা আবার আসবে এখন আমি কি করব। আমি বাড়ি যেতে চাই।

এডি বলল, আমি চেষ্টা করব। হতাশ হয়ো না। এডি বেরিয়ে আসতেই সিঁড়ির মাথায় ডকের সঙ্গে দেখা। ক্লিন অলসভাবে স্লিমের ঘরের সামনে পায়চারী করছিল। এডি তাদের অনুসরণ করে ঘরে এলো।

রাগত স্বরে এডিবলল, কুত্তির বাচ্চাটা মেয়েটাকে উন্মাদ করে ছাড়বে। যা অবস্থা তাতে মরতে পারলে ও খুশী হবে।

ক্লিন বলল, মেয়েটার মরাই ভাল।

প্যালেসের হত্যাকাণ্ডের জন্য রিলি ও তার দলবল দ্বারা হত মানুষটির শনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে, আজ ব্লানডিস প্রচুর টাকা মুক্তিপণ দিচ্ছেন।

খবরে প্রকাশ প্যালেস হোটেলের নিহত লোকটির পরিচয় হল হেলী নামে। একজন গল্প লেখক। হেলী রিলির দলবলকে জানিয়ে ছিল ব্লানডিস কন্যার গতিবিধি। জানা গেছে যে পাঁচশশা ডলার দেওয়া হবে। জন ব্লানডিস মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবেই স্বরাষ্ট্র

দপ্তরকে নাক গলাতে দিচ্ছে না। যদিও আইন দপ্তর এ ব্যাপারে তৎপর হতে চান। অপহৃত মেয়েটি ভালই আছে।

হেলীকে রিলির দলবলেরাই খুন করেছে পুলিশের বিশ্বাস। যে দুজন খণ্ড যুদ্ধের সময় হোটেলের ছাদ থেকে পালিয়েছে পুলিশের হেফাজতে ফটো দেখে হোটেলের দারোয়ান তাদের সনাক্ত করেছে।

খবরটি মা প্রিসন পড়ে শোনালেন।

রিলি কাজটা শুরু করে ভালই করেছিল। স্লিম বলল, সব দোষ ওর ঘাড়েই চাপছে।

এডি বলল, আপাততঃ সব ঠিক আছে কিন্তু হেলীকে কে খুন করল! আমরা জানি রিলি এবং আমরা করিনি। চিন্তার বিষয় বোর্গ মেয়েছেলেটাকে কাজে লাগিয়েছে? হয়তো হেলীকে ওই খুন করেছে কিন্তু কেন করল। ও তো সবই জানে, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

মা বলেন এডি ঠিক ধরেছে। টাকাটা নেওয়ার আগে ওই বোর্গ মেয়েছেলেটার সম্বন্ধে জানা দরকার।

তুমি শহরে গিয়ে দেখ ওর সম্বন্ধে কোন খবর জোগাড় করতে পার কিনা।

বেশ মা–আমার সঙ্গে কেউ যাবে?–এডির দৃষ্টি স্লিমের দিকে পড়তেই সে মাথা নাড়ল।

মা বললেন, একা যাওয়াই ঠিক হবে। কাজটা কিভাবে করবে নিজেই ঠিক করো। তোমার ভাগ্য ভাল দারোয়ান তোমায় চিনতে পারে নি।

এডি মাকে অনুসরণ করে এল।

এডি বলল, স্লিমকে আপনি বলতে পারেন না, মেয়েটাকে বিরক্ত না করতে।

মা বললেন, তুমি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, বুঝেছ। মানুষ হিসাবে তুমি ভালই কিন্তু এ ব্যাপারে নাক গলাবে না।

একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা কোনদিন একজন সমাজবিরোধীর কাছে ধরা দিতে চায় না। মেয়েটাকে কেন একা থাকতে দিচ্ছেন না?

মা রেগে বললেন, শোন এডি, স্লিম মেয়েটাকে পেতে চায়–চাইলে পাবেও।

স্লিম যাতে পায় মেয়েটাকে সেই চেষ্টাই আপনি করছেন। ওকি এতই দুর্বল যে মেয়েটাকে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে কজা করতে হবে?

মা এডির মুখে এক চড় মারলেন। এডি বললেন, ক্ষমা করবেন।

এডি বেরিয়ে একটু ভেবে ডজ গাড়িটা নেবে মনস্থ করল।

এখন কসমস ক্লাবের ঘড়িতে একটা বেজে বারো মিনিট। এডি ক্লাবে ঢুকল। পরের দিনের জন্য ক্লাব-ধোয়া মোছা হচ্ছে। মেয়েরা নাচে অনুশীলনরত। তারা এডিকে দেখে হাসল। সে অফিসে এলো।

পিট ডেস্কের উপর পা তুলে ঝিমোচ্ছে। এডিকে দেখে অবাক।

এডি বলল, এই যে পিট, কেমন চলছে?

ব্যবসা বড় মন্দাবন্দুক যুদ্ধ সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি। রিলির আজকাল খুব নামডাক শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক। রিলি কখনো এ ধরনের ভয়ঙ্কর কাজ করেনি। তবে যদি স্লিম হতো–

স্লিম এক সপ্তাহ হলো এ শহরের বাইরে। ওর সঙ্গে আমরাও ছিলাম।

ঠিক ঠিক, তুমি বাইরে ছিলে। তবে তোমাকে আশেপাশে দেখা গেছে। তবু বলব, ব্লানডিস মেয়েটাকে হরণ করলে আমি অনেক সাবধানে থাকতাম। পুলিশ ওৎ পেতে আছে। তারা টাকা দিয়ে মেয়েটাকে ফেরৎ পাওয়ার অপেক্ষা করছে। পেলেই যুদ্ধ শুরু হবে।

রিলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে।

তা যা বলেছ।

আচ্ছা পিট অ্যানা বোর্গ নামে কোন মেয়েকে চেন? এডি কথায় কথায় বলল।

হ্যাঁ চিনি, কেন কি হয়েছে?

ওর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। মেয়েটা কে?

ধর না একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা

চুপ কর। ওর চেহারা আমি দেখেছি।

সত্যিই তুমি জানতে আগ্রহী?

সত্যি, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যানা রিলির নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে বন্দুক নিয়ে ঘোরে।

কার নিরাপত্তার জন্য বললে?

রিলির।

এডি চমকে ওঠে, হে ঈশ্বর

জানতাম তুমি অবাক হবে।

অ্যানা রিলির সঙ্গে থাকে না কেন?

ব্লনডিসের মেয়েটাকে নিয়ে রিলি অ্যানার ফ্ল্যাট ছেড়েছে।

মেয়েটা লক্ষ্য করছে, জলটা কোথায় গড়ায়।

যা খুশি হোক গে, তবে অ্যানাকে কষ্ট পেতে হবে।

ও এখন প্যালেস হোটেলেই আছে।

তোমার এত আগ্রহ অ্যানার সম্বন্ধে, ব্যাপার, কি বলতো?

মা জানতে চেয়েছেন।

পিট বলল, মাও এর মধ্যে আছেন। ও হ্যাঁ মেয়েটা ওখানেই আছে? আজকাল দুজন লোক ওর ঘর পাহারা দেয়। খবরের কাগজের লোক না জানলেও পুলিশ জানে। হেলী যখন খুন হয় ও তখন হোটেলের ভিতরেই ছিল।

তাহলে মেয়েটাকে ওরা ধরছে না কেন?

আসলে গোয়েন্দাদের ধারণা রিলি এসেছিল অ্যানার কাছে হেলী পুলিশকে বলে দিতেই ওরা তাকে খুন করেছে। তাই অ্যানার উপর নজর রাখছে যাতে রিলিকে ধরা যায়।

শোন পিট, আমি এই মেয়েছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে চাই...তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমি চাই না পুলিশের সন্দেহে পড়ি। তাই ফোন করে তুমি ওকে এখানে আসতে বল।

পিট আপত্তি করতেই এড়িবাধা দিয়ে বলল,কাজটা করতে বলেছেন, ফোনের খরচ দেবো।

পিট ইতস্ততঃকরে ফোনে প্যালেস হোটেলে যোগাযোগ করে মিস বোর্গকে চাই–কে অ্যানা কথা বলছ। কসমস থেকে পিট বলছি। জরুরী দরকার তুমি এখানে চলে এসো। সে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে আসছে।

ওরা তোমার কথা বেশ শোনে, তাই না পিট?

ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। মা সাহায্য করতে বলেছেন বলেই করলাম।

ভয় নেই, আমি বাড়াবাড়ি করব না–এখন তুমি কেটে পড় দেখি।

পিট চলে যেতেই এডি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল।

দরজা ঠেলে অনেকক্ষণ পর আনা বোর্গ ভিতরে ঢুকল। ঘাবড়েছে বলে মনে হল না। সঙ্গে ব্যাগে বন্দুক আছে।

হ্যালো! এডি বলল ব্যস্ত হয়ো না। শুধু তোমার ব্যাগটা ডেস্কের উপর–আপত্তি নেই তো। তুমি তো সবসময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা কর তাই না?

অ্যানা ব্যাগটা ডেস্কের উপর রেখে চেয়ারে বসল।

এডিব্যাগটা পরীক্ষা করে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল–আমায় তুমি চেনো?তুমি ভিজিটিং কার্ড রাস্তায় ফেলেছিলে–জানতে চাইছি রিলি কোথায়?

সে বলল, কি দরকার তার খবরে? ওরা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে–আপনি ডেকেছেন তাই এসেছি।

যদি আমায় বন্ধুভাবে নাও তাহলে একটু ভালভাবে কথা বলতে পারি।

অ্যানা বলল–রিলি কোথায়?

কি করে জানলে রিলি কোথায় আছে আমি জানি? রিলি যে রাতে ব্লানডিসকে হরণ করেছিল সে রাতে ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

জানলে কি করে?

আপনি দেখছি বেশ চালাক। আগে যা ঘটেছে আগে আমি বলব তারপর আপনি বলবেন। জনির ডেরা থেকে রিলি আমায় ফোন করেছিল। পরে জানতে পারি রিলি ও মেয়েটা সেই রাতটা ওখানেই ছিল। তারপর কোথায় গেছে বলতে পারল না।

তাতে হয়েছে কি?

রিলি বেপাত্তা। আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রিলি কোথায় আছে তাই আর কি!

আমার ধারণা পুলিশও তাই জানতে চাইছে। মেয়েটাকে পেয়ে ওর ভাগ্য খুলে গেছে।

অ্যানা দাঁড়িয়ে বলল–কি জানতে চান তাই বলুন। বকবক বন্ধ করুন।

ব্যস্ত হয়ো না।

শুধু জানি তুমি রিলির পোষা মেয়ে। তোমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে।

রিলি মানুষ খারাপ নয়, আমাকে ছেড়ে পালাতে পারে না।

এডি বলল, সেতুমি ভালই জান।ব্লানডিসকেওর সঙ্গে দেখেছিলাম।রিলি ওর শুশ্রূষা করছিল। মেয়েটার সারা গায়ে ওর হাত ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অ্যানা এডির গালে চড় কষাল। এডি হেসে গালে হাত বুলাল।

অ্যানা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, রিলি অমন নয়। অনেকদিন ওর কোন খবর পাইনি। যদি দেখি সত্যি ও আমায় ত্যাগ করেছে তাহলে আমি কি করব? আমার হাতে টাকা পয়সা নেই।

ভেব না। অর্থই জীবনের সব নয়–তোমাকে আমি সাহায্য করব।

এ অবিশ্বাস্য। আপনি মিথ্যা বলছেন।

এডি বুঝল কাজ হয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে কিছু নোট দিয়ে অ্যানাকে ব্যাগটা ফেরত দিল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বলল, বিদায়। কিছু মনে কর না। যা বললাম মিথ্যাও হতে পারে। রিলির প্রতীক্ষায় থাক। যখন ক্লান্তি বোধ করবে তখন পিটের মারফত আমায় খবর দেবে।

ক্লিন এয়ারফ্লোতে বসে। বন্দুকটা তার পাশে আর টর্চটা তার কোলের উপর। মনে করেছিল কাজটা চটপট হয়ে যাবে। মা সেইরকমই বুঝিয়েছিল। অন্ধকারে একটা গাছের তলায় এয়ারফ্লো। রেখেছে। এখানে বসে সে জন ব্লনডিসের অর্থের অপেক্ষা করছিল। ঘণ্টা কয়েক আগে ডক ব্লানডিসকে ফোন করে জানিয়েছে। কাজটা ভালভাবে করলে মা তাকে অতিরিক্ত পাঁচশো ডলার দেবেন বলেছেন। সে বারবার ঘড়ি দেখতে লাগল।

সহসা দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে আসছে। ক্লিন টর্চটা জ্বালাতে আর নেবাতে লাগল। গাড়িটা নিকটে এসেই গতিবেগ কমিয়ে জানলা দিয়ে মোটা চামড়ার ব্যাগটা ফেলে দিলেন। জন ব্লানডিস আদেশ পালন করেছেন।

রাস্তার এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে ক্লিন কোন গাড়ির অস্তিত্ব দেখতে পেল না। ব্যাগটা তুলে এয়ারফ্লোতে উঠে গাড়ি গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছুটল।

তার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। ক্লিন ঘরে ঢুকে টেবিলের উপরে ব্যাগটা রাখল। তিনি ব্যাগটা খুলে নোটের তাড়াগুলো বের করলেন। স্লিম লোভী দৃষ্টিতে টাকাগুলো দেখল।

মা বললেন, টাকা আমাদের হাতে এসে গেছে। কিন্তু এ টাকা আমরা খরচ করতে পারব না। অর্ধেক মূল্যে এ টাকা কাউকে বিক্রি করে দিতে হবে। আমরা বিনিময়ে দুশো পঞ্চাশ হাজার ডলার আসল টাকা পাবো।

এডি বলল, কে এত ঝুঁকি নিয়ে অর্ধেক টাকা দেবে?

ওপি এতক্ষণ মায়ের বক্তব্য শুনছিল। উত্তেজনায় সে বলল, সব টাকা ভাগ করবেন না? অর্ধেক টাকা এমন কি বেশি?

ডক আর ক্লিন মাথা নেড়ে সায় দেয়। স্লিম কিছু বলল না। সে ভাবছে বন্দি মিস ব্লানডিসের কথা, তার শরীরের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠছে।

মা সকলের দিকে তাকালেন–এক মিনিট। টাকাটা তোমরা ভাগ করে নিতে চাইছ তাই না? কিন্তু তোমরা বাধ্য হয়ে নেবে। বুঝতে পারছ না কত বড় বিপদ তোমাদের, আমি বুঝতে পারছি।

দুশ পঞ্চাশ ডলারের জন্য ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। সানবামের সঙ্গে টাকা বদলে নেব ঠিক করেছি। ফেরার পথে সে এখানেই আছে তার অনেক পথ জানা আছে সে এই টাকা খরচ করতে পারবে। কিন্তু আমরা পারব না।

সকলে সকলের দিকে তাকাল। এডি বলল ঠিক আছে মা আর কিছু বলবেন?

ক্লিন বলল টাকা আমাদের হাতে এখন ওগুলো নিয়ে কি করবেন?

তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো। একশো ডলার নিজেদের মধ্যে ভাগ করবো। বাকী টাকা নিয়ে ব্যবসা করবো। ব্যবসায় তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। চারিদিক স্বাভাবিক হলে সবকিছু গুটিয়ে এ শহর ছেড়ে চলে যাবো।

একটা ক্লাব খুলব সেখানে। ক্লাবে মেয়েরা থাকবে। জুয়ার আড্ডা থাকবে...আমার কথাটা তোমরা সবাই ভাল করে চিন্তা করো। সামনে একটা বিরাট সুযোগ সানবাম টাকা নিয়ে পৌঁছলেই তোমরা হাতে পাবে।–ভেবে নাও কিভাবে খরচ করবে।

এডি জিজ্ঞাসা করল–রানডিসের মেয়েকে আমরা কিভাবে ফেরৎ পাঠাবো?

ঘরে নিস্তব্ধতা, মা তার দিকে তাকালেন। স্লিম শক্ত হয়ে বসে রইল। বাকী সকলে অস্বস্তিবোধ করল। মা ধীর কণ্ঠে বললেন–তোমাকে বলেছিলাম না এ ব্যাপারে নাক গলিও না?

টাকা পেয়ে গেছেন, মেয়েটাকে এবার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

মা জানতে চাইলেন। একথা কে বলল? এডি ইতস্ততঃ করে এসব কি হচ্ছে? আপনি এভাবে টাকা নষ্ট করতে পারেন না। শুনুন মা, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, ব্যবসার কি ক্ষতি করছেন?

মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে বিপদ আসবে। কেউ আর আমাদের বিশ্বাস করে টাকা দেবে না। ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে। মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে সব ফাস হয়ে যাবে। ফেডারাল

এজেন্ট আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজের সর্বনাশ তুমি ডেকে আনতে পারো–আমি পারি না, তাই বলব চুপ করে থাকো।

এডি চুপ রইল। স্লিম উত্তেজনায় চিৎকার করে বলল মেয়েটাকে এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও মা।

মা বললেন, চুপ করো। মেয়েটা বশে এসেছে–তাই চুপ করে থাক।

লাথি মেরে টেবিল সরিয়ে পকেট থেকে বন্দুক বার করে স্লিম মাকে বলল, মেয়েটা আমার। ওকে নিয়ে আর ব্যবসা করতে পারবে না বুঝেছ।

নিশ্চয়ই বুঝেছি।

কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করবে না।

স্লিম এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার পা কাঁপছিল। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মিস ব্লানডিসের ঘরের দরজা খুলল।

মিস ব্লানডিস পায়চারি করছিল। পরণে ড্রেসিং গাউন। দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। কোনরকম ব্যস্ততা না করে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

মিস ব্লানডিস বলল, আমার কিছু পানীয় চাই। আমি পান না করা অবধি আমার কাছে আসবে না। মদ না খাওয়া পর্যন্ত আমি এসব সহ্য করতে পারি না।

কিছু না বলে স্লিম ফ্লাস্কটা বিছানায় ছুঁড়ে দিল। মদ খেয়ে ব্লানডিস স্লিমের দিকে তাকাল।

সে টলতে টলতে বলল ভীতু কোথাকার?–ভীতু ভীতু। কিছুনা করে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আলোটা নিভিয়ে দাও আমি তোমাকে দেখতে চাই না। তুমি এগিয়ে আসছ দেখে আমার ইচ্ছে হয় পুরুষ হতে। মেঝের উপর ফ্লাস্কটা ছুঁড়তেই হুইস্কিটা গড়িয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগল। আমাকে একা থাকতে দিতে পার না?–আরো কিছুক্ষণ একা, ছুঁয়ো না-দয়া করে।

ঝুলন্ত আলোটা নিভে যেতেই মিস ব্লানডিস ঢাকা পড়ে গেল। অনুভব করল স্লিম তাকে চিৎ করতে চাইছে। তার মাথাটা খাটের পাশে ঝুলছে। অন্ধকারে তার চোখে জল পড়তে লাগল। হঠাৎ তপ্ত বাতাস তার শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিংস্র আর অসম্ভব ভারী কিছু তাকে বিছানায় চেপে ধরল। সে শক্তি হারিয়ে বিছানায় যেন তলিয়ে যেতে লাগল। সে স্লিমকে বলল, তুমি আমায় ব্যথা দিচ্ছবুঝতে পারছ নাব্যথা দিচ্ছ।

ডেস্কের উপর পা তুলে

০৩.

ডেভ ফেনার ডেস্কের উপর পা তুলে দুলতে লাগল। অফিসটা ছোট হলেও বেশ সাজানো গুছানো। আইনের বইগুলো জানালার পাশে সাজানো। ডেভ স্বীকার করলো আইনের বইগুলো দেখবার জন্যে নয়।

অফিসেও ফেনার টুপি পরে থাকে। টুপিটা চোখ ঢেকে রাখে বলে মনে হয় ঘুমাচ্ছে।

অফিসের বাইরের ঘরটা পার্টিশান দিয়ে দুভাগ করা। পলা ডোনাল টাইপরাইটারের সামনে বসে পত্রিকা পড়ছে।

কলিং বেল বাজতেই সে ঘরে প্রবেশ করল।

ফেনার বলল, হ্যালো খুকী ভাল আছ তো?

পলা টেবিলের উপর ডেস্কে গিয়ে বসল। তাকে সরিয়ে দিয়ে ফেনার বলল, ভদ্র হওয়ার চেষ্টা কর। এটা বাড়ি নয়।

ডেস্কের এক কোণে বসে পলা বলল, বড় একঘেয়ে লাগছে। কাজ নেই এবার থেকে বাড়িতেই থাকব।

ফেনার বলল খারাপ বলে নি। মনে হয় দেশে কোন অপরাধই ঘটে না।

এই ট্রিবিউন পত্রিকা থেকে যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছ। পলা বলল গোয়েন্দাগিরি ব্যবসা প্রাইভেট ভাল না।

আরও এক বৎসর অপেক্ষা করি।

তোমার কথা শুনতে হবে। তুমি আমার বশ। সারাদিন মেসিনের সামনে বসা বড় একঘেয়েমি লাগছে।

শীঘ্র কোন কাজ হাতে না পেলে অন্য অনেক কাজ আছে।

বেশ তুমি বাড়ি যাও।

ফেনার বলল, এখানে কি পড়বার মত পত্রিকা নেই?

পলা একটা পত্রিকা টেবিলের উপর রেখে চলে গেল।

ফেনার পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগল।

পলা হঠাৎ ঘরে ঢুকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল। একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ফেনার বলল, জন ব্লানডিস এসেছেন। ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আর তোমাকেও দরকার হবে।

পলা গিয়ে দরজা খুলল। জন ব্লানডিসকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি মিঃ ফেনার?

হা।

একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। শুধু জানাবেন হা কি না? কারণ, আমার অনেক কাজ আছে।

আপনার প্রস্তাবটা কি?

আপনি নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন তিনমাস আগে আমার মেয়ে হরণ হয়েছে।

ফেনার মাথা নাড়ল।

যারা হরণ করেছে তাদের কারুরই হদিশ পাইনি। এই ব্যবসার উৎস আপনি খুঁজে বের করুন। সংশয় থাকলে হাতে নেওয়ার দরকার নেই। আপনাকে আমি সাহায্য করব টাকার জন্য ভাববেন না। কাজ গুছিয়ে আমাকে বোকা বানাবে–আমি কিন্তু পুরানো ঘুঘু।

এফ. বি. আই. এই কেসটা হাতে নিয়েছে। তাদের যথেষ্ট সুনাম আছে। ওরা সাফল্য না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকবে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে পারব না। তাই নিজেই দেখতে চাই। শুনেছি আপনি কোন কাজ শেষ না করে থামেন না। আমি আপনার মত মানুষকেই খুঁজছি।

ব্লানডিস থামলেন। ফেনার চুপ রইল।

কাজ শুরু করার জন্য পাঁচ হাজার ডলার ও বাকি খরচ দেব।

ফেনার বলল, টাকার অঙ্কটা ভালই।

হা টাকাটার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে। অফিসে বসে পরিকল্পনা করলেই চলবে না।

ফেনার ভাবল, পাঁচ হাজার ডলার তো কম নয়।

সে বলল, সব কাজ ফেলে আপনার কাজটা হাতে নেব। স্টেনোকে ডেকে কথাবার্তাগুলো নোট করতে চাইলেন।

ব্লানডিস বললেন, আমার কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করতে পারবেন না। কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন। ভুল পথে নেমে আবার নতুন করে শুরু করবেন।

মাপ করবেন, আপনি অন্য লোক দেখুন।

কিন্তু কাজ নিতে আপনি রাজি হয়েছিলেন।

তবে এই শর্তে নয়।

বেশ আপনি যেভাবে খুশী শুরু করুন।

এবার আমরা কেসটা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। ফেনার বলল, আপনার মেয়ে চোদ্দই জুন নিখোঁজ হয়েছে।

ঠিক বলেছেন। পুলিশের বক্তব্য ছোট শহরগুলোতে দলটা ডাকাতি করত। অপরাধ সাব্যস্ত হলেও বড় কিছু করেনি। ডাকাতি করে কিন্তু খুন বা হরণ করেনি।

রিলির মেয়ে বন্ধু হোটেলের যে ঘরে থাকে সেখানেই হেলী খুন হয়েছে।

মনে হচ্ছে আপনি অনেক কিছুই জানেন।

ফেনার পলাকে বলল, ব্লানডিস সংক্রান্ত ফাইলটা দাও।

ফাইলটা পলা দিল। ফেনারব্লানডিসকে বলল, আজ রাতে রিলিকে সনাক্ত করেছেদারোয়ানরা। সেই হেলীকে খুন করেছে। সে আগে কখনও খুন করেনি। সামান্য জিনিসের জন্য খুন–না স্যার, ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে। আমি জানতে চাই, রিলি তাতে বিখ্যাত দলনেতা হল কি করে?

সে ফাইলের কয়েক পাতায় চোখ বুলিয়ে বলল, আপনার মেয়ে হরণের পরেরদিন সকালে গাড়িতে তেল ভরে যে ছোকরা তাকে খুন করা হলো। ফেলে আসা হয় গোল্ডেন স্লিপার থেকে একশো চল্লিশ মাইল দূরে। ফেডারেল এজেন্ট কি এ ব্যাপারে চিন্তা করেছে?

ব্লানডিস বলল, এ ব্যাপারে কিছুই শুনিনি।

রিলি ও তার দলবলেরা পেট্রোল কিনতে গিয়েছিল। ধরা যাক তারা এখানে থেমেছিল। আপনার মেয়ে চিৎকার করে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই, ছোকরাটা খুন হয়। এর পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে আমার অনুমান।

একটা বড় ম্যাপ নিয়ে ফেনার বলল। এই জায়গাটায় পেট্রোল পাম্প। এখন প্রশ্ন প্রতিবেশীদের ফেডারাল এজেন্ট কি জিজ্ঞাসা করেছিল।

ব্লানডিস বললেন, ওরা পাতি পাতি করে খুঁজছে কিন্তু কিছু পায়নি। এই ঘটনার পর থেকে দলটার এবং মুক্তোর হারটির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, আমার মেয়ের সঙ্গেই যেন ঐ তিনজন উবে গেল।

আপনার ধারণার কথা বলুন।

আমার সন্দেহ মেয়ে বেঁচে নেই কিন্তু লোকগুলো ধরা পড়ুক। ধরা পড়ার চেয়ে খুন হলে বেশী খুশী হব। আজ রাতেই আপনার প্রাপ্য চেক পাবেন।

ওদের ঠিক ধরব। ফেনার বলল, এটা আমার শেষ কাজ হতে পারে।

আধ ঘণ্টা হল ব্লানডিস চলে গেছেন। চিন্তিতভাবে ফেনার পায়চারি করছে। পলা ডেস্কের এক কোণে বসল।

ফেনার বলল, বোর্গ মেয়েটার থেকে কাজটা শুরু করতে হবে। এই মেয়েটাই হচ্ছে যোগসূত্র। স্থানীয় পুলিশ কতটা সাহায্য করবে জানি না। সে ফোনে মিঃ লোসের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। আমি ফেনার বলছি-হরণ সম্পর্কে ব্লানডিসের সঙ্গে কথা বলেছি। বোর্গ মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করছি।

কাজটা ব্রেনান হাতে নিয়েছে তাই না? ধন্যবাদ পরে দেখা হবে। চললাম ব্রেনানের সঙ্গে দেখা করতে।

ফেনার বলল, বোর্গ মেয়েটার খবর কি? কোথায় থাকে? নতুন প্রেমিকের সঙ্গে এ শহর ছেড়েছে মাস খানেক আগে। সেই প্রেমিক এডি সুলজ। মনে করতে পারছ। মা গ্রিসনের দলের লোক। রিলির প্রতীক্ষায় থেকে শেষ পর্যন্ত ওকে ধরেছে। বুড়ি নেকড়েটা প্রচুর টাকা রোজগার করছে। কোন অভিযোগ মেলেনি বলে ওকে ধরতে পারছে না।

বোর্গের ওপর কি কেউ নজর রাখছে?

ডোইলে নজর রাখছে। আমার অনুমান সময় অপচয় হচ্ছে। এডি প্রচুর অর্থ যোগাচ্ছে এই মেয়েটার পেছনে। ওই আস্তানায় রিলিকে দেখা যাবে না। তাই ভাবছি ভোইলেকে আর কিছু দিন পরে অন্য কাজে লাগাব।

কেসটা হাতে নিয়ে কি বুঝেছ?

এর আগে আমার হাতে এমন কেস আসেনি। রিলি তার দলবলেরা, মেয়েটা, সেই সঙ্গে মুক্তোর হার কোনটারই হদিশ নেই।

এই বোর্গ মেয়েটা কোথায় কাজ করত?

কসমস ক্লাবে।

কসমস ক্লাব, চিনি। ওর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসব।

লোকটা ধূর্ত। গিয়েও কোন খবর বের করতে পারিনি।

আমাকে ও পছন্দ করে।

ফেনার কসমস ক্লাবে পিটের অফিসে ঢুকে, হ্যালো পিট–আমায় চিনতে পারছ।

পিট বললনিশ্চয়ই। হঠাৎ এভাবে ঢুকে পড়লে যে–কি ব্যাপার।

ফেনার পিটের মুখে ঘুষি মেরে বলল, কথা আছে। আমরা এবার কথা শুরু করতে পারি। কি বল?

পিটের চিবুক আর নাক দিয়ে রক্ত, বস কি বলবে?

অ্যানা বোর্গকে তুমি চেন?

হ্যাঁ, চিনি।

ওর সঙ্গে রিলির কি সম্পর্ক?

রিলির মেয়েছেলে।

পরস্পরকে পছন্দ করে?

নিশ্চয়ই ওরা প্রেমগুঞ্জনরত প্রেমিক-প্রেমিকার মত। তবুও ব্লানডিস মেয়েটাকে হরণ করে রিলি ভুলে গেল।

হা। মেয়েটা বেশ অসুবিধাতে পড়েছে।

ওর সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো এডির?

পিট উত্তর দিতে দেরী করলে ফেনার ওর গালে এক চড় কষাল। আর দেরী করলে আমাকে আরও কঠিন হতে হবে।

এখানেই এডির সঙ্গে ওর পরিচয়। মেয়েটাকে ডেকে আনতে আমায় বাধ্য করেছিল। বলেছিল, অ্যানার সঙ্গে কথা বলতে মা গ্রিসন পাঠিয়েছিল। নির্জনে কথা বলার সুযোগও করেছিল।

ফেনার অবাক হলো। মা গ্রিসনের প্রয়োজন হয়েছিল। সে বলল, বেশ বলে যাও।

পিট বলল, তারপর এডি অ্যানার কাছে অনেকবার এসেছে। স্প্রিংফিল্ড ক্লাব খোলার পর আনা চলে গেছে আমাদের কাছ ছেড়ে। আর কিছু জানি না।

পিট যে সত্যি বলছে সেটা ফেনার বুঝল। মা প্রিসনবোর্গের সম্পর্কে আগ্রহী। মেয়েটার সঙ্গে এখুনি কথা বলার দরকার।

ফেনার অফিসের বাইরে এলো।

গলির মুখে প্যারাডাইস ক্লাব। স্টীলের পাত দিয়ে তৈরী প্রবেশ পথের দরজা। বুলেটপ্রুফ কাঁচ লাগান দরজার গায়ে। জানলা দিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখা যাচ্ছে। সভ্যসংখ্যা বেশী নয়। তাদে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব আসতে পারে। জোগাড়ী নিয়ে কিছু ট্যাক্সী ড্রাইভার আসে। তারা মেয়েছেলেদের খোঁজে আসে সুতরাং ব্যবসা ভালই চলে।

দোতলায় ক্লাব। পরণে লাল কোট আর ট্রাউজার পরে একটি মেয়ে রিসেপসনে বসে। মা প্রিসন এই ক্লাব চালান। একেবারে দোতলায় প্রবেশ সর্বসাধারণের নিষেধ।

এখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এখানে যথেষ্ট রোজগার হয়। এই ক্লাবের সঙ্গে রোকোর সম্পর্ক খারাপ।

রোকোর তিনটে ট্যাক্সী আছে। এই ট্যাক্সীগুলি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত। বিনিময়ে ভালই রোজগার হয়।

তাছাড়া স্থানীয় দোকানদাররা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে রোকোকে দশ ডলার করে দিত। দিন ভালই চলছিল। মা উল্টোপাল্টা করে দিল।

ট্যাক্সীর ব্যবসায় বাধা পড়তেই নিরাপত্তার রেট বাড়িয়ে দিল। কিন্তু পরের সপ্তাহে টাকা নিতে গিয়ে জানল প্রিসনের দলবলদেরও টাকা দিতে হবে। তারা এবার থেকে তাদের নিরাপত্তার কথা ভাববে।

রোকো উত্তেজিত হয়ে হেস্তনেস্ত করবার জন্য নিজেই প্যারাডাইস ক্লাবে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল।

মা প্রিসন তাকে ডেকে পাঠাল। স্লিম আর এডি সঙ্গে ছিল। বোকে দাঁড়াতে মা কিন্তু কোন আগ্রহ দেখাল না।

রোকো বলল, ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে ব্যবসা করা সম্ভব হবে। আমার ড্রাইভাররা জোগাড়ীদের আপনাদের ক্লাবে আসতে উৎসাহ যোগায়। এইভাবে কি আমার ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে না।

প্রয়োজনীয় গাড়ি আমাদেরও আছে। আমরা প্রতিযোগিতায় নামতে চাই না। তোমার ট্যাক্সীগুলো পেলে অন্য রাস্তায় চালাবো।

আমার ট্যাক্সীগুলো ভাল।

আমার বক্তব্য শুনেছ, যদি পছন্দ না হয় বল

ভেবেছিলাম কোন সুরাহা হবে না।

না, হবে না।

মনে মনে রোকো প্রতিজ্ঞা করে। সুযোগ এলেই প্রতিশোধ নেবো।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরের সপ্তাহ থেকে একজন সদস্যরসঙ্গে রোকো প্যারাডাইসক্লাবে যায়। থিয়েটার শেষ হওয়ার পর আসল ব্যবসা শুরু হয়। এখানে পূর্ব পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হলো।

এডি জিজ্ঞাসা করল অ্যানাকে এখানে দেখেছে কিনা।

রিসেপশনে বসেছিল মেয়েটি, মাথা নাড়ল। সেই মুহূর্তে স্লিমকে সিঁড়িতে দেখা গেল।

এডি স্লিমকে বলল, অ্যানাকে দেখেছ?

না, এসে পড়বে।

–এডি বলল, কয়েকজন ছোকরা জুয়া খেলছে।

শহরের মানুষ।

রোকোকে ওদের সঙ্গে জুয়া খেলতে দেখলাম।

স্লিম বলল, রোকো? ও কি চায়?

রোকো লোক ভাল। ও আমাদের বেশ ভয় করে।

সুবিধের নয়। এখানে ও আসুক তা আমি চাই না।

যথেষ্ট টাকা খরচ করে তাহলে আমাদের আপত্তি কিসের?

স্লিম জুয়া খেলায় রত ছোকরাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। রোকো খুশিতে মেতে উঠেছে। স্বর্ণকেশী মেয়েটির সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। স্লিম মুখভঙ্গি করে। মেয়েটির নজর এড়াল না। সে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রোকো বলল, ব্যাপার কি। আমার পা তোমার ল্যাজে পড়েছে নাকি?

তোমার বেশ্যাটাকে বলল, আমার দিকে না ঝুঁকতে।

কি বললে?

স্লিম আবার বলল–তোমার বেশ্যাটা আমার দিকে যেন না ঝোঁকে।

রোকো দাঁড়াল। উচ্চতায় সে স্লিমের অর্ধেক। স্লিমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মনে ভয়ের সঞ্চার করতে পারেনি। মা গ্রিসন ঘরের শেষ প্রান্তের দরজা খুলে বন্দুক হাতে ঢুকল।

তিনি চিৎকার করে বললেন, তুমি মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাও রোকো। স্লিম তুমি উপরে যাও। এখানকার পরিবেশ দূষিত হোক আমি চাই না।

রোকো মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল।

স্লিম উপরে গিয়ে দেখে মিস ব্লানডিস আয়নার সামনে বসে নখ কাটছে। মূল্যবান জিনিস দিয়ে ঘরটা অগোছালো ভাবে সাজানো। স্লিমকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে তাকাল না।

স্লিম বলল, আজ তোমার সঙ্গে মা দেখা করতে আসবে।

আচ্ছা।

কাছে এস।

মিস ব্লানডিস স্লিমের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে টেনে বিছানায় বসাল। স্লিম পুতুলের মত মেয়েটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। মেয়েটি প্রতিবাদ করল না।

স্লিম বলল, আমি নিচে আছি। তুমি সব পেয়েছে তো?

মিস ব্লানডিস শুধু মাথা নাড়ল।

কথা বলতে ভাগ লাগে না, শুধু স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে।

ঘুমোও গে। আজ রাতে আর তোমার কাছে আসব না। আমি খুব ক্লান্ত।

বিছানায় শুয়ে ব্লানডিস স্লিমের দিকে তাকাল। স্লিম মুখ ঘুরিয়ে নিল যেন কোন মৃতের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে।

স্লিম নিচে এলোনরনারীরা ক্লাবে নাচছে। সে লক্ষ্য করলো এডি বিমর্ষ মুখে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো।

সে স্লিমকে বলল, অ্যানাকে দেখেছ?

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল, এখুনি উপরে আসবে।

অ্যানা ঠিক তখনি উপরে এলো। তাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সে হাঁপাচ্ছে।

এডি বলল, এক ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছি। কি করছিলে?

অ্যানা বলল, ভেবেছিলে পালিয়ে গেছি।

বলছি, দেরি করেছ তাই।

অ্যানার উদ্ধত ভঙ্গি, তাতে কি হয়েছে?

ঠিক আছে। ভিতরে এসে একটু পান কর।

তুমি একা পান করো। আমাকে নাচের জন্য প্রস্তুত হতে হবে বলে অ্যানা চলে গেল।

স্লিম বলল, মেয়েটার ফাট আছে তো।

এডি বলল, তা হবে। ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে হয় না আমার সঙ্গে ঘুমোবার জন্য।

ফ্লিমের মনে ঘা লাগল। এডি রেস্তোরাঁয় মদ্যপানে রত একটা দলের সঙ্গে যোগ দিল।

স্লিম লক্ষ্য করল একটা লোক তাকে কৌতুক দৃষ্টিতে দেখছে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে। স্লিমের দিকে দেখে সে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল।

স্লিম বলল, লোকটা কে?

মেয়েটি বলল,নতুন সভ্য।নাম লিখিয়েছে ফ্লাগারটি, দিন কয়েক হলো। ম্যাসন ওকে এনেছে।

টিকিটিকির মত দেখতে লোকটি। মা অফিসে আছেন?

মেয়েটা বলল, লোকটা মনে হয় খারাপ নয়।

যে তোমায় টাকা ঘুষ দেয় তাকেই তোমার ভাল লোক বলে মনে হয়, তাই না!

অফিসে ঢুকে দেখল মায়ের মুখে সিগারেট। তিনি লেজারের যোগফল পরীক্ষা করছেন।

মা বললেন, ব্যস্ত আছি এখন যাও।

ফ্লাগারটি নামে লোকটির পরিচয় কি?

মা রেগে বললেন, দেখছ না আমি এখন ব্যস্ত আছি?

ফ্লাগারটি লোকটি কে?

আমি কি করে জানব? ম্যাসনের চেনা লোক।

শোন মা, লোকটাকে মনে হয় একজন টিকটিকি।

ওর উপরে নজর রাখ।

বেশ তাই হবে।

স্লিম রেস্তোরাঁয় এলো। ফ্লাগারটি মদে চুমুক দিচ্ছে আর একটি যুবতীর সঙ্গে কথা বলছে। স্লিম ইশারা করতেই ডক কাছে এলো।

লোকটাকে পুলিশের লোক মনে হয়।

ডক ঘাবড়ে, গেল, ভিতরে ঢুকল কি করে?

ম্যাসন ঢুকিয়েছে। ম্যাসন সম্পর্কে সন্দেহ নেই তবে লোকটি সম্পর্কে জানতে চাই..নজরে রাখ। দেখবে যেতে না পারে।

ডক মাথা নেড়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভেতরের পরিবেশ কেশ শান্ত। একটু আগে বাজনা থেমে গেছে। মাইক হাতে একজন ঘোষণা করল অ্যানা বোর্গ এবার কামোচ্ছাস পূর্ণ নাচ দেখাবেন।

বাজনার তালে তালে অ্যানের নগ্ননৃত্য শুরু হল। মেয়েটা ভালই তবে বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা যায় না। যে টেবিলে ফ্লাগারটি বসেছিল সেখানে কেউ নেই।

ফেনার চোখে ঘুম নিয়ে সকালে স্প্রিংফিল্ডে ফিরল। রাতভোর গাড়ি চালিয়ে চেহারা উস্কোখুস্কো।

পলা বলল, বেসরকারী গোয়েন্দাদের ঘুমতে নেই।

ফেনার হাসল। পলা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরে ঢুকে দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে হাত মুখ ধুয়ে গলায় পানীয় জল ঢেলে গ্যারেজে এল।

ব্রেনানের ঠিকানা খুঁজে বের করল মিনিট দশেক পরে। খুশি মনে তাকে উপরের তলায় নিজের ঘরে নিয়ে এলো।

সে বলল, এই ঘটনাটি নজরে রাখার জন্য এখানে ফ্লাগারটি নামে পরিচিত।

ব্রেনার ফেনারকে বলল, তুমি বোর্গের উপর নজর রাখছ। মনে হয় তোমাকে যুক্ত করে আমার যথেষ্ট উপকার হবে।

তোমরা বেসরকারী গোয়েন্দারা কাজ কর অর্থের জন্য আর আমরা কাজ করি সুনামের জন্য।

কেসটা বেশ কঠিন। কেমন বুঝছ?

অনেক জোচ্চুরি কারবার চলে প্যারাডাইসে। মা প্রিসনরাও এর সঙ্গে জড়িত। গতকাল রাতে অ্যানা বোর্গেরনগ্ননৃত্য চলাকালীন সকলের অলক্ষ্যে আমি উপরে উঠেছিলাম। দেখলাম প্রত্যেকটা ঘর এখানে ব্যবসার জন্য চলে। করিডোরের শেষ ঘরটা লক করা মনে হয় গোলমেলে। আলো নিভতেই আমি নিচে নেমে যাই। টাকা দিয়ে রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে হাত করেছি।

বন্ধ ঘরটা রহস্যময়। তুমি এবার থেকে সাবধানে থাকবে।

কাল থেকে আমাকে একাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

মেয়েটার ওপর আমি নিজে নজর রাখবো। ওকে কোথায় পাব?

শহরের শেষ প্রান্তে ওর একটা ফ্ল্যাট আছে। এডি সুলজ ওখানে যায়। লোকটা সুবিধের নয়।

ফ্লাগারটি একটুকরো কাগজে অ্যানার ঠিকানা লিখে ফেনারকে দিল। ফেনার চলে গেল।

ফেনার অ্যানার ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়ে জানতে পারল মেয়েটা পাঁচতলায় থাকে। বন্দুক হাতে, উপরে এসে কলিংবেল বাজাতে একজন দরজা খুলে দিল।

ফেনার বলল, মিস বোর্গ আছেন?

এখন দেখা হবে না।

তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেনার ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।বসবার ঘর শূন্য।হলঘরে আসতে করিডোরের শেষ মাথা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এলো। সে, সেই ঘরের দরজায় কান পেতে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল।

এডি বিছানায় বসে অ্যানার সঙ্গে কথা বলছে। ফেনার ঘরে ঢুকতেই বন্দুক দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল।

ফেনার বলল, সুপ্রভাত বন্ধু। প্রেমকুঞ্জে ঠিক সময়ে এসে গেছি। তবে দরকারী কাজ আগে করা উচিত।

ঘরের চারিদিকে এডি তাকালো। জানালার পাশে একটা চেয়ারে জামাকাপড় পাকার করা আছে। এডি জামাকাপড়ের দিকে তাকাল। ফেনার বলল, ওগুলো বসে বসে হাতে পাওয়া যাবে না। তোমরা ঝামেলা কর না। তাহলে আমাকেও করতে হবে।

অ্যানা বলল, তুমি কে? ফেনার বন্দুক হাতে বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

ফেনার জামাকাপড়ের কাছে গেল। এডির পোশাকে একটা বন্দুক পেল। ফেনার সেই চেয়ারে বসল।

এডি জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

ফেনার অ্যানাকে বলল, তোমার বন্ধুকে তোমার প্রেমিককে বিদায় নিতে বল। তুমি আর আমি কথা বলব।

এডি ফেনারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই এডির চোয়ালে ঘুষি এসে পড়ল। প্রথমে হাঁটুর ভর দিয়ে বসে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

অ্যানা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিছানায় বসে। সে বিছানা থেকে নেমে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বস।

ফেনার বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি বসতে আসি নি।

বস বলছি।

ফেনার বন্দুকটা বের করে বিছানায় ছুঁড়ে দিল। এডির কাছে গিয়ে দেখল তখনো জ্ঞান ফেরেনি।

আরও কিছুক্ষণ অজ্ঞান থাকবে।

অ্যানা বল, কে তুমি?

রিলির খোঁজ করছি।

তুমি কি পুলিশের লোক?

ন্না। খবরের কাগজের লোক। রিলিকে ভীষণ দরকার, তুমি ওর খবর দিতে সাহায্য করবে?

খবরের কাগজের লোকদের আমি ঘৃণা করি। এখান থেকে ভেগে পড়।

সুন্দরী এত কঠিন হয়ো না।

এখান থেকে যাও।

ফেনার বলল, চললাম, তবে ফিরে এসে রিলি যখন তোমার উপর প্রতিশোধ নেবে তখন ব্যাপারটা সুখকর হবে না।

চলে যাও বলছি।

ওর পথ চেয়ে তুমি আর সে ফুর্তি করছ ভাবলে খারাপ লাগে।

আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি ওর প্রতীক্ষায় দিন গুনছি?

লোকের কথা শুনে বলছি।

সব মিথ্যে। পুলিশের কাছে হাত মিলিয়ে এলে আমার কাছে পাত্তা পাবে না।

ফেনার হঠাৎ তার থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল। অ্যানা বিছানায় পড়ে থাকা বন্দুকটার দিকে ছুটে গেল। ফেনার অ্যানার পিঠে চেপে চিৎ করে ফেলে দুহাত হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল যাতে বন্দুকটা না নিতে পারে।

ফেনার অ্যানার মুখে চড় মেরে বলল, বল রিলির সঙ্গে শেষবার তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?

বলব না। নিজে খোঁজ করগে।

নিশ্চয়ই করব। তোমার মত অনেক মেয়েকে দেখেছি।

ফেনার কোমরের পাজামার দড়ি খুলে দিল। তারপর তার বুক থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল।

অ্যানা বিছানায় উঠে পাজামা চেপে ধরে। সে রেগে বলল, এর উপযুক্ত শাস্তি তুমি পাবে।

আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিলি জনির আস্তানায় ছিল।

মাতাল জনি?

অ্যানা ঘাড় নাড়ল।

পাজামার দড়িটা অ্যানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রলল, দুর্ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত।

অ্যানা গালাগাল দিতে লাগল। ফেনার বেরিয়ে গেল।

.

হিংস্র দৃষ্টিতে এডি ও অ্যানার দিকে স্লিম তাকাল।

এডির দিকে তাকিয়ে স্লিম বলল, হা ঈশ্বর! তুমি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছ? একটা লোক এসে তোমাদের নাস্তানাবুদ করে চলে গেল।

লোকটা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

কি উদ্দেশ্যে লোকটা এসেছিল? কি জানতে চেয়েছিল আর শেষ ফোন কখন করেছিল?

তারপর?

ভয় পেয়ে বলে ফেলেছি।

নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অ্যানা ভেবে পেল না তারা এমন করছে কেন?

স্লিম জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল।

অ্যানা বলল, রিলিকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

এডি বলল, চুপ কর। আমাদের মাথা ব্যথা রিলিকে নিয়ে নয়।

স্লিম অ্যানার দিকে এগিয়ে গেল। এডি বলল, ভগবানের দিব্যি, ওকে কিছু বল না।

শোন, চিরকালের মত ওকে সরিয়ে দিতে হবে এ ধরনের কথা বললে।

এডি বলল, ওর গায়ে হাত দেবেনা। তোমারও মেয়েছেলে আছে আর আমারও আছে। অ্যানার সঙ্গে থাকি, ও এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না।

স্লিম বলল, বেশ, মা এর বিচার করবেন। এডি ও স্লিম বেরিয়ে গেল।

এডির কথা শুনে মা প্রিসন ও স্লিম চিন্তায় পড়লেন।

ডক আর ক্লিন ঘাবড়ে গেছে।

মা বললেন, তোমরা সবই শুনলে। লোকটা কথা আদায় করতে জনির কাছে যাবে।

এডি বলল, জনি কিছু ফাস করবে না।

জনি মাতাল। ও সব বলে ফেলবে। আমাদের বাঁচা মুস্কিল হয়ে পড়বে।

তারা পরস্পরের দিকে তাকাল।

মা বললেন, জনিকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। স্লিম তুমি, ডক আর ক্লিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়। কাজ শেষ করে কাল সকালের মধ্যে ফেরা চাই।

তিনজন এয়ারফ্লো গাড়িতে চেপে যাত্রা করল।

রোকো তিনজনের যাওয়া দেখে ভাবল কেন তিনজনে এভাবে গেল। ক্লাবের দিকে তাকাতেই দেখল এডি বেরিয়ে এলো।

তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ঘড়িতে একটা বাজছে। ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ডগ। রোকো রেস্তোরাঁয় ঢুকল। প্যারাডাইস ক্লাবে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা একটা টেবিলে বসে খেতে ব্যস্ত। কাছে গিয়ে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। মেয়েটার নাম মেইজি।

রোকো বলল, একসঙ্গে দুশো ডলার রোজগার করতে চাও নাকি?

মেইজির চোখ চকচক করল। দুশো ডলার! আমি দুশো ডলারের বিনিময়ে অনেক কিছু। করতে পারি।

তাহলে আমার ঘরে এসে টাকাটা রোজগার করো।

ইতস্ততঃ করে মেইজি বলল, আমি ওই ধরনের মেয়ে নই।

আমায় ভুল বুঝলে। আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলে কিছু খবর জানতে চাই।

মতলব কি বলতো?

ভয় নেই। আসবে?

বাজে কিছু করবে না বলে দিলাম।

দুজনে রোকোর ফ্লাটে এলো। মেইজিকে এক গ্লাস পানীয় দিয়ে নিজে একগ্লাস নিল।

রোকো বলল, তুমি প্রিসনদের দলে আছ? ওরা আসবার পর আমার ব্যবসা লাটে গেছে। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ের খোঁজে আছি যে খবরাখবর দিতে পারবে।

মেইজি এক ঢোক মদ গিলে বলল, কি জানতে চাও?

ক্লাবের ভিতরে কি ঘটে?

তেমন না, টাকা কামায়।

অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে নাকি?

একটা ক্লাবে যে ব্যবসা চলতে পারে আর কি

ওরা আজ বিকেলে কোথায় গেলো?

জানি না।

দশ ডলারে এর চেয়ে বেশি খবর দিতে হয়।

তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।

যথেষ্ট করেছ।

মেইজি তোতলিয়ে বলল, তুমি যে স্লিমের মেয়েছেলেটার ব্যাপারে আগ্রহী তা জানব কি করে?

স্লিমের প্রেমিকা আছে তা জানি।

প্রেমিকা নেই। একটা মেয়েকে উপরের ঘরে আটকে রেখেছে, রাত্রে থাকে।

রোকো ভ্রূ কুঁচকে, মেয়েটা কে?

জানি না। তবে স্লিম ওর জন্য পাগল, মেয়েটা তিনতলায় থাকে। রোজ ভোরে স্লিম ওর সঙ্গে বাইরে যায়। ক্লাব তখন বন্ধ। মাথা নিচু করে মেয়েটা স্নিমের পাশে হেঁটে যায়। দেখে একটা মরা মানুষ মনে হয়।

মেয়েটাকে দেখার সুযোগ পেলে তোমায় কিছু উপহার দিতাম।

বেশ তো, ক্লাবে রাত তিনটে পর্যন্ত থাকলেই দেখতে পাবে।

রোকো দুশ ডলার দিয়ে দিল।

মেইজি উঠে দাঁড়াল। রোকো তার হাত ধরে ডিভানের কাছে নিয়ে গেল। মেইজি বোকা হাসি হেসে শুয়ে পড়ল।

সে সতর্ক করে দিল–কোন খারাপ কাজ করবে না। একটা চাদর ঢেকে দিতেই সে হাত পা ছড়িয়ে দিল।

ফেনার সতর্ক হয়ে ঝোঁপের মধ্যে গাড়িটা নিয়ে গেল। আগাছার আড়ালে ঢেকে রাখল। তারপর ফিরে এসে প্রতীক্ষা করল রাস্তা থেকে দেখা যায় কিনা। তার ধারণা প্রিসনের সঙ্গীরা পিছনে আসছে। চটপট কাজ সারতে হবে।

সে বন্দুক হাতে জনির আস্তানায় পা চালাল। জনি স্টোভে কিছু ভাজছে। ফেনারের প্রবেশ তার নজরে পড়লনা। একটা শটগান দেয়ালে দাঁড় করালো। বন্দুক উঁচিয়ে জনির নাম ধরে ডাকল। ফেনারকে দেখে সে চমকে উঠল।

অসহায় ভাবে জনি বলল, কি চাই?

ফেনার বলল, বোসো।

জনি বসতে পেয়ে খুশি হল।

শোন জনি, তোমার কাছে কিছু খবর চাই। মিথ্যে বললে তোমাকে ফল ভোগ করতে হবে। হাতে বেশী সময় নেই।

রিলি আর তার সঙ্গীরা ব্লানডিস মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এসেছিল?

জনি বলল, হ্যাঁ।

তারপর কি হলো?

সাহস না পেয়ে ওদের চলে যেতে বলি।

কতক্ষণ এখানে ছিল?

খেতে যতক্ষণ সময় লাগে।

শোন মাতাল তুমি এর বেশি জান খুলে বল। কোথায় গেছে?

সত্যি বলছি এর বেশি জানি না।

ফেনার ঘুষি মারতেই উল্টে পড়ল, এবার লাথি মারল।

মুখ খোল, তারপর কি হয়েছে?

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এর বেশি কিছু জানি না।

ফেনার বলল, তপ্ত ফ্রাই প্যানে গলা চর্বি মুখে ঢেলে দেবো না বললে।

আমাকে এসব করো না। প্রিসনরা সব জানে ওদের বলো।

জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দ হতেই ফেনার দেখল স্টেনগানের নল। শুয়ে পড়ে জনির কাছে সরে গেল। প্রিসনের দলবল এসে গেছে, সে একটা লোহার ট্যাঙ্কে লুকিয়ে পড়ল।

শটগানের দিকে তাকিয়ে জনি মেঝেতে পড়ে রইল। হঠাৎ বন্দুকের গুলি জনির বুকে এসে বিধল। তারপর এক ঝাঁক গুলি লোহার ট্যাঙ্কে এসে লাগল।

একজন চিৎকার করে বলল-ঘর থেকে না বেরিয়ে এলে তোমার শরীর ঝাঁঝরা করব।

ফেনার মরার মত পড়ে রইল। গোলাকৃতি কিছু একটা ঘরের মধ্যে এসে ফাটতেই ছাদ সমেত ঘরটা তার উপর ভেঙ্গে পড়ল।

ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেক চেষ্টায় ফেনার দুটো শরীরের ছায়া দেখল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

একজন বলল, কি করে বেরিয়ে এলে?

ফেনার বলল আমাকে সাহায্য কর। তাদের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাউকে দেখছ?

কিছুক্ষণ আগে তিনজনকে গাড়ি করে চলে যেতে দেখেছি। আমরা বিস্ফোরণের শব্দে এসেছি।

আমি একজন পুলিশ অফিসার। তিনজন এখুনি একজনকে খুন করে পালিয়েছে। আমি তোমাদের সাহায্য চাই।

ফেনার বলল, তোমরা কোথায় থাক?

মাইল কয়েক দূরে।

কাছাকাছি কোথাও ফোন আছে?

আমাদের ফোন আছে।

বেশ আমার সঙ্গে এসো।

গাড়ি চালিয়ে কিছু দূরে যেতেই ফেনার একটা পুলিশের গাড়ির মুখোমুখি হল। গাড়িতে সাদা পোশাকের একজন অফিসার আর ব্লানডিস।

ফেনার বলল ব্লানডিসকে, যা অনুমান করেছি যদি সত্যি হয় তাহলে হরণকারীরা শীঘ্র ধরা। পড়বে।

ব্লানডিস বলল, কি হয়েছে বলুন তো মনে হচ্ছে আপনি কোন বিপদে পড়েছিলেন।

রোম যুদ্ধকে যদি বিপদ বলেন তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন।

ব্রেনান বলল কি ঘটেছে?

পরে শুনবে সে কথা, তোমার কর্মচারীদের কাজের কথা বলতে পারি?

নিশ্চয়ই।

ফেনার অফিসারদের বলল, কবরের সন্ধান পান কিনা খুঁজে দেখুন। মনে হয় খুঁজতে বেশী সময় লাগবে না।

ব্রেনান কর্মচারীদের অনুসরণ করল।

ব্লানডিস বললেন, মনে হয় আপনি কিছু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ।

আপনার কাজ কতটা এগিয়েছে সফল না হওয়া পর্যন্ত বলবেন না?

ঠিক ধরেছেন।

সহসা একটা উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল।

ফেনার বলল, মনে হচ্ছে ওরা কিছু আবিষ্কার করেছে।

ওরা দুজনে গিয়ে দেখলো। ব্রেনান আর অফিসারেরা একটা আগাছা পরিষ্কার জায়গায় বসে আছে। ব্রেনান একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, এটা আগে খোঁড়া হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।

ফেনার বলল, একটা বেলচা চাই।

বেলচার সাহায্যে একটা গর্ত দেখা গেল। দুর্গন্ধে ফেনারের বমি এলো। এক গোছা চুল তার নজরে এলো।

মৃতদেহ। ফেনার ব্লানডিসকে বলল, এখানে সময় নষ্ট করতে চাই না। ব্রেনান স্প্রিংফিল্ড মর্গে খবর পাঠিয়ে দেবে।

ঘণ্টা তিনেক পরে সকলে একসঙ্গে আলোচনায় বসল। ফ্লাগারটিও যোগ দিল।

ফেনার ব্লানডিসকে বলল, ম্যাকগনকে হত্যা করে আপনার মেয়েকে রিলি ও তার সঙ্গীরা হরণ করেছে। তাকে নিয়ে ওরা জনির আস্তানায় যায়। অর্থের বিনিময়ে জনি তাদের থাকতে দিত। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক প্রিসনের দল খবর পেয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। রিলিকে হত্যা করে আপনার মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। আপনি টাকা দিয়েছেন রিলিকে নয় প্রিসনদের। সেই টাকায় তারা নাইট ক্লাব তৈরী করে টাকা ও মজা লুটছে আর পুলিশ খুঁজছে রিলিকে।

ব্রেনান ফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ফেনার বলল কি করছ?

এ ঘটনা গাড়িতে বললে ওদের মাল সমেত ধরে আনতাম।

ফেনার ব্রেনানের হাত থেকে ফোন রেখে দিল। বসে থাকো চুপ করে। পুলিশের মাথায় গোবরপোড়া আছে।

ব্রেনান নিজের চেয়ারে বসে পড়ল।

ফেনার বলল জানিনা অনুমান সত্যি কিনা।প্রমাণকই আমাদের হাতে? তাছাড়া মেয়েটা ওদের কজায় আছে।

জন ব্লানডিস চমকে উঠল। প্রিসনরা একটা ঘরে তাকে চাবি দিয়ে রেখেছে।

ব্লানডিস বলল, তাহলে তোকজন নিয়ে ঘেরাও করছেন না কেন?

প্যারাডাইস ক্লাব ইস্পাতের তৈরী দুর্গের মত। ঘেরাও করলে ভিতরে ঢোকার আগেই ওরা আপনার মেয়েকে খুন করবে। তাই আমাকে চিন্তা করতে দিন কি করব।

ফ্লাগারটি বলল, ফেনার ঠিকই বলেছে।

পুলিশ মোতায়েন করে প্রতি কোণে তারপর ঘেরাও করতে চাই। ওরা মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে।

ব্রেনান হেড কোয়ার্টারে নির্দেশ পাঠাল। অ্যানা বোর্গকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাও। পারলে এডিকেও নিও। এই মেয়েটা সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে আমাদের একমাত্র সাক্ষী যে জানে প্রিসনরা জানত রিলি মিস ব্লানডিসকে হরণ করেছে। ওরা মিস ব্লানডিসকে খুন করতে পারে খুব সাবধানে এগোতে হবে।

ফোন বাজল, ফেনার কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল। সেজানাল পুলিশ কবর খুঁড়ে তিনটে মৃতদেহ পেয়েছে। রিলির আঙুলের ছাপ একটি মৃতদেহের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলেছে। মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

রোকো চুল আঁচড়াল

০৪.

স্যুট পরে রোকো চুল আঁচড়াল। নিজেকে আয়নায় খুঁটিয়ে দেখল। মেইজি ভুল করে কিছু ফেলে যায়নি। একটা মধুর পাত্রী মেইজি যাকে রোকো খুব পছন্দ করে।

প্যারাডাইস ক্লাবে সে এলো। রোকো উপরে উঠে মেইজির দিকে তাকিয়ে, কোন্ ঘরে মেয়েটা আছে?

মেইজি বলল, তাতে তোমার দরকার কি?

বললে আরো একশো ডলার পাবে।

পাগলামী করো না। তাতে বিপদ আছে।

বেশ, আমি উপরে গিয়ে দেখি। মনে রেখ তুমি কিছুই জান, না, কিছু দেখনি।

রোকো উপর তলায় চলে গেল। মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল। হাতল ঘুরিয়ে করিডোরের শেষ ঘরটা খুলল।

মিস ব্লানডিস বিছানায় শুয়ে ধূমপান করছে। ঘরে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

রোকো বলল, বোধহয় ভুল করে ঢুকে পড়েছি।

মিস ব্লানডিস দুচোখ বুজে বললেন, আপনি চলে যান।

তুমি কে?

মনে করতে পারি না। মনে করতে চাইও না।

আমি জানি তুমি কে।

কি চান আপনি। এখানে এসে ঠিক করেন নি। ও পছন্দ করে না।

শহরের বাইরে গেছে। ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না।

আপনি চলে যান। আপনাকে দেখলে বুড়িটা আমায় মারধোর করবে।

তোমাকে ওরা ঘুমর ওষুধ খাইয়েছে বলে তুমি কে আর কেনই বা এখানে এসেছ মনে করতে পারছ না। রোকো কয়েক পা এগিয়ে গেল।

মিস ব্লানডিস বলল, আমাকে ছোঁবেন না। এখান থেকে যান, আমি ঘুমাতে চাই।

শোন তোমার নাম ব্লানডিস। তোমাকে এখানে চারমাস আগে ধরে আনা হয়েছে। পুলিশ ও তোমার বাবা তোমায় খুঁজছে। কি তোমার নাম ব্লানডিস নয়?

ব্লানডিস? না না ওটা আমার নাম নয়।

রোকো বিছানায় উঠে ব্লানডিসকে ঝাঁকিয়ে বলল, তোমার নাম ব্লানডিস। তোমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে।

মিস ব্লানডিস স্মরণ করতেই পারল না।

বেশ তুমি ঘুমোও। আমি আবার আসব।

রোকো নীচে এসে দেখল মেইজিকে হিস্টিরিয়া রোগীর মত দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গেছি তুমি কি করছ?

মেইজিকে টাকা দিয়ে সময় আর অর্থ দুই নষ্ট করেছি আমি।

তুমি দেখছি কৃপন নও।

মা প্রিসন রোকোকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। রোকো, বলল, শুভ সন্ধ্যা, মা। মেইজিকে বলছিলাম ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

মা বললেন, আমার মেয়েদের কোন ঝামেলায় জড়াবে না। বলে উপরে চলে গেলেন।

রোকো বলল, ভয়ের কিছু নেই।

মেইজি বলল, আর এরকম কোরো না।

রোকো স্টুয়ার্ড ডগ ক্লাবে ঢুকল প্যারাডাইস ক্লাব থেকে বেরিয়ে। মদের অর্ডার দিল, তখন রাত দশটা।

মিস ব্লানডিসের যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে এমনভাবে মা ঘরে ঢুকলেন। মেয়েটাকে আটকে রাখার পরিণাম ভালো করেই জানেন আর স্লিমের মনের ইচ্ছাও জানেন। তিনি ভাবলেন আর কতদিন এভাবে চলবে।

ক্লাব জনশূন্য। মেইজি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মা নিচে নেমে এলেন। বললেন, অপরিচিত লোক থেকে সাবধানে থেকো। লোকটা আমাদের পছন্দ করে না, ঝামেলা করতে পারে।

মেইজি বলল ঠিক বলেছেন। আমি ওকে একেবারেই পছন্দ করি না।

মেয়েদের পক্ষে লোকটা ক্ষতিকারক।

মেইজি চলে গেলে, মা ওপিকে বললেন, ব্লানডিসকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। আমি ওকে প্রস্তুত করে দিচ্ছি।

ওপি বলল, আজ রাতে না ঘুরলেও তত চলবে।

বড় রাস্তায় যাবেনা, কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, জোরে হাঁটবে। আর বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ওপি বলল, কাজটা তো এডি করতে পারে।

এডি অ্যানার সঙ্গে বাড়ি গেছে। তুমিই ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।

মা ব্লানডিসকে বললেন, যাও বাইরে থেকে ঘুরে এসো।

মিস ব্লানডিস পোশাক পরে নিল। মা ভাবলেন, অতিরিক্ত ওষুধ মেয়েটাকে শেষ করে দিয়েছে।

ওপি তোমায় নিয়ে যাবে। কোনরকম বেয়াড়াপনা করবে না। করলে মার খাবে। এদিক-ওদিক তাকাবে না। তাড়াতাড়ি হাঁটবে। ওপির কোন ঝামেলা হলে বুঝতেই পারছো।

ওপি মিস ব্লানডিসের কনুই ধরে বলল, এসো। তারপর তারা রাস্তায় দ্রুত, পায়ে হাঁটতে লাগল।

একটা গলিতে রোকো দাঁড়িয়েছিল, ওপি আর ব্লানডিসকে দেখে বুঝল স্লিম এখনো ফেরেনি। ওপিকে কাবু করা সহজ, সে চুপিসাড়ে পিছু নিল। রোকো ওপির মাথায় আঘাত করতেই সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

রোকো তার হাত ধরে বলল, আমায় চিনতে পারছ? গাড়ি আছে চল তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো।

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ফিরে যাব নইলে বুড়িটা আমায় মারবে।

বুড়িটা তোমার নাগাল আর পাবে না। মিস ব্লানডিস কেঁদে ফেলল, রোকো তাকে জোর করে গাড়িতে বসাল।

রোকো ফ্ল্যাটে ঢুকে নিশ্চিন্ত হলো। ব্লানডিস অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে। রোকো বলল, শান্ত হয়ে বসো।

আমাকে কি করতে হবে?

তোমাকে ওষুধ খাওয়ানো হয় বুঝতে পারছ তো? বার বার বোঝাবার পর মনে হল তার স্মৃতি জাগছে।

ব্লানডিস হরণের খবরের কাগজগুলো দেখাতে সে সাগ্রহে তাকিয়ে রইল।

মিস ব্লানডিসকে তার বাড়ির ফোন নাম্বারটা জিজ্ঞাসা করাতেই সে নাম্বারটা বলতে পারল।

স্লিম ও ক্লিন গাড়ি থেকে নামল। ডক গ্যারেজে গাড়ি রাখতে গেল।

এখন সকাল আটটা বাজে।

মা দাঁড়িয়ে তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। মেয়েটা পালিয়ে গেছে।

কি করে পালিয়েছে বল।

ওপি ওকে বেড়াতে নিয়ে গেছে কিন্তু এখনো ফেরেনি।

সে বন্দুক চেপে ধরে, সে জন্য তুমি কি করছো?

কি বা করতে পারি। এতক্ষণে মেয়েটা বোধহয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে।

এ তোমার চক্রান্ত–তুমি ওকে খুন করেছ, তাই না?

তুমি যা ভাল বোঝ কর।

চারঘন্টা হলো ওরা গেছে।

এতক্ষণে ওরা এখানে এসে পড়ত, যদি মেয়েটা পুলিশের হাতে পড়ত। পুলিশ নয়, এর পেছনে অন্য কারো হাত আছে।

মা বললেন, রোকোকে টাকা দিতে দেখেছি মেইজিকে।

রোকো–তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

মা বললেন, স্লিম তুমি আর ক্লিন মেয়েটার খোঁজ করো। আর ডক দেখুক বাইরের কি খবর।

ক্লিন বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল আর স্লিম মেইজির ফ্ল্যাটে ঢুকল।

মেইজি ঘুমে আচ্ছন্ন। কণ্ঠনালীতে চাপ দিতেই জেগে গেল।

স্লিম বলল, উঠে বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। গত রাতে বরাকো তোমায় টাকা দিয়েছে কেন?

রোকা আমায় টাকা দেয়নি।

স্লিম তার মুখে আঘাত করতে, সে বলল, আমার সঙ্গে শুয়েছিল বলে আমায় টাকা দিয়েছে।

সত্যি কথা বল।

সত্যিই বলছি।

মেইজির মুখে মোজা খুঁজে হাত দুটো বেঁধে ফেলল।

ক্লিন অধৈর্য হয়ে উঁকি দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে দুপা পিছিয়ে এলো।

স্লিম বেরিয়ে বলল, মেয়েটার কাছে খবর পেয়েছি। রোকোর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। ওকে সরিয়ে নাও। পুলিশ ওর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা সুযোগ পাক আমি চাই না।

ক্লিন বলল, জামাকাপড় পরে নাও। তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব।

মেইজি কেঁদে বলল–আমি যাব না।

তোমাকে তো এখানে রাখা যাবে না।

আমি যাব না।

ক্লিন বন্দুক হাতে বলল, না গেলে অন্য পথ ধরতে হবে।

ভয় পেয়ে বলল, বেশ আমি যাব।

তার শরীর কাঁপতে থাকে। ক্লিন তাকে জোর করে এয়ারফ্লোতে ওঠালো। ক্লিন আর মেইজি পাশাপাশি বসল। ক্লিন মেইজির মুখে আঘাত করতেই সেগাড়ির পাটাতনে পড়ে গেল। ক্লিন গাড়ি ছোটাল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রোকো। মিস ব্লানডিস তখনো খবরের কাগজে ভয়ঙ্কর হরণ কাহিনী পড়ছে।

রোকো বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তোমার বাবা আশেপাশে কোথাও আছেন ওনাকে ফোনে পাচ্ছি না। তার কোন কথাই ব্লনডিসের কানে ঢুকল না। রোকো কাছে এসে তার বাহু চাপড়াল।

মিস ব্লানডিস বলল, আমাকে ছেড়ে দাও।

ভয় পেও না। নিজের ভাল চাও না?

না, না।

তুমি এদের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাও না? তোমার বাবাকে দেখতে চাও না।

মিস ব্লানডিস কেঁদে বলল আমাকে ছেড়ে দাও।

রোকো বলল, আমাকে কিছু করতেই হবে। গুণ্ডার দল এখানে এসে পড়বে।

মেয়েটা দরজা খোলার চেষ্টা করে বলল, আমি যেতে চাই।

রোকো তাকে টেনে এনে বলল, চুপ কর। মিস ব্লানডিস শান্তভাবে বিছানায় শুলো।

তোমাকে সাহায্য করতে চাই। অথচ তুমি এমন করছো কেন? অনেক সময় নষ্ট হয়েছে পুলিশে খবর দিতে হবে।

না, পুলিশে খবর দেবে না।

রোকো রিসিভার তুলতেই ব্লানডিস রিসিভার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। সজোরে ধাক্কা মারতেই মেয়েটা পড়ে গিয়েও ফোনের তারের দিকে হাত বাড়াল।

রোকো বলল, হাত সরিয়ে নাও। নইলে তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য হব।

সর্বশক্তি নিয়োগ করে মিস ব্লানডিস টেলিফোনের তার অচল করে দিল। রোকো কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

কুত্তি কোথাকার!

মিস ব্লানডিসের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি, তুমি আসতে পার–প্রিসনরা এখুনি এখানে এসে পড়বে। ওরা তোমাকে আদর করতে আসবে না। নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলে।

না। না আসা পর্যন্ত তুমি যাবে না।

তুমি নিশ্চয়ই চাও না, ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাক?

চাই না। কিন্তু ফিরে যাওয়া ছাড়া আর আমার অন্য পথ নেই, এতসব ঘটে যাওয়ার পর আমি বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না।

সব ঠিক হয়ে যাবে। পাগলের মত কথা বলো না। এসো, রোকো মেয়েটির হাত ধরে টানল।

মিস ব্লানডিস পথ আগলালো। তুমি এখান থেকে যাবে না। আমি চাই এখানে তোমার সঙ্গে। ওর দেখা হোক।

দরজার চাবি খুলতে উদ্যত হলে মিস ব্লানডিস একটা চেয়ার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। সে বসে পড়তেই আবার আঘাত করল। রোকো দরজার সামনে থেকে সরে গেল।

মিস ব্লানডিস চাবিটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল। রোকো ডিভানে বসে পড়ল। মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে।

রোকো চেঁচিয়ে উঠল–খুন করব তোমাকে। ঘড়িতে আটটা বাজে। রোকো বন্দুক থেকে গুলি বার করে ফেলল। সে ভাবল, মেয়েটা বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে কেলেঙ্কারী করতে পারে।

রোকো বলল, চাবি ছাড়া এ তালা খুলবেনা। গুলি করে তালা খুললে লোক জানাজানি হবে।

এখুনি সরে পড়া দরকার। তুমি কি এখানে বাকি জীবন কাটাবে। স্লিম না এলে?

ও আসবেই।

ব্লানডিস দেখল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে স্লিম ঢুকছে।

স্লিম তার পিছনে, রোকো বুঝতে পারল মৃত্যু তার সামনে। অন্ততঃ স্লিমের হাতে সে মরতে চায় না। স্লিমের ছোরা তাকে শক্তিহীন করে তুলল। ছুটে এসে ছোরাটা সব উলট-পালট করে দিল।

.

অ্যানা অনর্গল এডির সঙ্গে বকছে।

এডি বলল, তুমি নিজেকে যা নও তাই ভাব। তোমাকে ঠাণ্ডা করা দরকার।

আমি তোমাকে ভয় পাই না। রিলি তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান।

ঠিক বলেছ, তা রিলি এখন কোথায়?

টাকার পাহাড়ে, সেখানে তুমি পৌঁছতে পারবে না।

আজকাল তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তুমি ঝগড়া কর কেন?

তুমি কুঁড়ের মত বসে থাকলে আমি চলে যাব।

ইচ্ছা হলে যেতে পার। অনেকে তোমার বেশ্যাগিরি পছন্দ করে।

তুমি আমায় বেশ্যা বললে।

না।

এডি অ্যানার মুখে এক চড় মারল। জামার বেল্ট খুলে বলল, তোমাকে একটু ওষুধ দেওয়া দরকার। বার কয়েক বেল্টের বাড়ি মারল। অ্যানা ছুটে বাথরুমে ঢুকল। এডি বাথরুমে ঢুকে তাকে বাথটবে ফেলে দিল। মেয়েটা ছটফট করতে লাগল।

এবার তুমি ঠাণ্ডা হবে। তারপর এডি বেরিয়ে এলো।

অ্যানা ঘরে এসে দেখে এডি চলে গেছে। অ্যানা উগ্র সাজে সাজলো। পিটের কাছে ফিরে গেলে খুশি হয়ে আমাকে কাজে নেবে। একটা সুটকেশ গোছাতে লাগল।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলে ব্রেনান আর দুজন সাদা পোশাকের লোককে দেখে আনা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ব্রেনান হেসে বলল, অ্যানা, তোমর সঙ্গে কথা আছে।

কি চাই? আমি তো কোন দোষ করিনি।

নিশ্চয়ই করনি। আমাদের হেড কোয়াটার্স তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়।

ব্যস্ত আছি, যেতে পারব না।

ভয় পেও না। বেশি সময় নেব না। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে।

বললাম তো আমি যেতে পারব না।

একজন বন্দুক হাতে বেডরুমে ঢুকে জানাল এডি নেই, চলে গেছে।

বেশ চলুন, তবে তাড়াতাড়ি করবেন।

অফিসে এসে দেখল ফেনার বসে ধূমপান করছে। ফেনারকে দেখে তার চোখ স্থির হয়ে গেল।

ফেনার বলল, তোমাকে বলেছিলাম আবার দেখা হবে।

অ্যানা বলল, ব্যাপারটা কি? ও লোকটা কে?

ব্রেনান বলল, চেয়ার টেনে বস।

অ্যানা তার ব্যাগটি চেপে ধরে বসে।

ফেনার বলল, এসেছ বলে খুশি হয়েছি। তোমাকে একটা গল্প বলব শুনে তুমি খুশি হবে।

গল্পটা কি?

খোলাখুলি ভাবেই বলতে চাই। ব্লানডিসের মেয়েকে হরণের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাচ্ছি, তোমার প্রেমিক রিলি কাজটা শুরু করেছিল। এসব তোমার জানা। গ্রিসনরা রিলির কাছ থেকে। মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেয়। তোমার নতুন প্রেমিক সঙ্গীরা এ ব্যাপারে জড়িত। রিলি অদৃশ্য হওয়ায় তুমি ভেবেছিলে তোমায় ছেড়ে ওই মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তিতে মেতে আছে। তুমি এত নিশ্চিত ছিলে যে গ্রিসনদের দলে নাম লেখাতে কার্পণ্য করনি। আসলে গ্রিসনরা মেয়েটাকে আটকে রেখে তোমাকে, বোকা বানিয়েছে।

তাই কি হয়েছে?

ফেনার বলল, মিস বোর্গকে এক্সিবিটটা দেখাও।

একজন পুলিশ বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

ফেনার ব্রেনানের দিকে তাকিয়ে বলল, কাজ হবে মনে হচ্ছে।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে কম্পিত পায়ে, ভয়ে অ্যানা ফিরে এসে ধপ করে বসে পড়ল।

প্রিসনরা মেয়েটাকে হাতে পাওয়ার জন্য ওকে হত্যা করেছে। তারপর জনির আস্তানায় কবর দিয়েছে। এডি এসবের জন্য অনেক টাকা পেয়েছে। আর সেই টাকায় তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। এখন তোমার সুযোগ এসেছে–আশা করি তুমি বলে দেবে কি করে ঐ ইস্পাতের তৈরী দুর্গের ভেতরে বিনাযুদ্ধে ঢোকা যায়।

অ্যানার সেখে-মুখে মৃতের মত দৃষ্টি। আপনমনে বিড়বিড় করছে।

লোকটা বিশ্বাসঘাতক। আপনাদের সাহায্য ছাড়াই আমি ওকে শাস্তি দেব। পুলিশের কাছে মুখ খুলিনি আজও খুলব না।

ফেনার বলল–একা কিছু করতে পারবে না। তেমন বুঝলে ওরা তোমায়ও সরিয়ে দেবে। তুমি সে সুযোগ দেবে কেন? বিনা যুদ্ধে কিভাবে ক্লাবের ভেতরে ঢোকা সম্ভব বল। আর কোন পথ আছে? বললে মুক্তি পাবে।

অ্যানা চেঁচিয়ে বলল–তোমরা জাহান্নামে যাও।

সময় নষ্ট হচ্ছে। ফেনার ব্রেনানকে দূরে সরিয়ে নীচু স্বরে বলল, মেয়েটাকে বশে আনতে চাই। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমার লোকজনদের চলে যেতে বল।

ব্রেনান সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল। এখন ঘরে ফেনার ও অ্যানা। ফেনার ভাবল মেয়েটাকে বশে আনা শক্ত।

রিলি চারমাস হলো খুন হয়েছে। তারিখগুলো মিলিয়ে নাও। প্যালেস হোটেলে একমাস আগে হেনী খুন হয়েছিল, দোষ পড়েছিল রিলির উপর। ক্যারিবারের বন্দুকের সাহায্যে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। এই বন্দুক মেয়েরা ব্যবহার করে। হেনী যেই তলায় থাকত তুমিও সেই তলায় থাকতে এবং খুব ভালবাসতে। আচ্ছা তোমার প্রেমিকের উপর হেনী কি গোয়েন্দাগিরি করত?

আপনার মাথা খারাপ হয়েছে?

হতে পারে। কিন্তু আমি জানতে চাই কে হেনীকে খুন করেছে। ব্লানডিস মেয়েটাকে ফিরে পেতে চাই। আমায় সাহায্য কর। যা জান খুলে বল।

আমাকে কি করতে হবে?

ক্লাবে গিয়ে দেখ মিস ব্লানডিস আছে কিনা। আমি ক্লাবের বাইরে অপেক্ষা করবো। মেয়েটা থাকলে বোমা চার্জ করতে পারব না। কাজটা পারবে?

কি করে পারব। ওরা মেয়েটাকে বন্দী করে রেখেছে। আমাকে ইচ্ছেমত ঘুরতে দেয়া হয় না বাড়ির ভিতরে।

চেষ্টা কর, উপায় খুঁজে পাবে।

দুজনে বেরিয়ে এলো। ব্রেনান বাইরের অফিসে অপেক্ষা করছিল। ফেনার হাঁটতে হাঁটতে চোখ টিপে ইশারা করল।

ফেনার অ্যানাকে রাস্তায় একা হেঁটে যেতে বলল, যা করবার তাড়াতাড়ি করবে।

অ্যানা প্যারাডাইস ক্লাবে অনেকবার ধাক্কা দিতে দারোয়ান দরজা খুলল। অ্যানাকে মার ... মুখোমুখি পড়তে হলো। তিনি বললেন, হঠাৎ এসময় কি দরকার পড়ল।

মায়ের এমন দৃষ্টি আগে দেখেনি, অ্যানা ভয় পেয়ে বলল, এডির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। তাই খোঁজ করতে এসেছি ও এসেছে কিনা।

মা বললেন, এখানে আসেনি। আমি ব্যস্ত আছি। তিনি অফিসে ঢুকলেন। ঠিক সেই সময় ডক উপরে উঠে এল। ডক অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অ্যানা ভাবলো এখানে কিছু ঘটেছে?

সে দ্রুত উপরে উঠে গেল। মা আর ডক তখনো অফিসে। এসব ব্যাপারে সে কখনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। এডি বলছিল শেষের ঘরটা ভাড়ার ঘর। তাই সব সময় তালা বন্ধ থাকে। ঘরের দরজা আধ ভেজান। ভেতরে কেউ নেই। সে ভাবল মেয়েটা নিশ্চয়ই

ক্লাবের বাইরে গেছে, ফেনারকে বলতে হবে। একি মা উপরের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। অ্যানা ভয় পেল।

মা বললেন, আমি তোমায় চলে যেতে বলেছিলাম মনে আছে?

আমি এডিকে খুঁজছি।

ডক এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়। মা জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কোথায় আছ।

ডক বলল, মেয়েটা জেনে গেছে।

অ্যানার কানে যেতেই সে বলল, কি বিষয়ে তোমরা বলছ, আমি জানি না।

মা বললেন, তুমি এখান থেকে যাবে না।

নিশ্চয়ই। আমি এখানেই থাকব।

ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়ে ফেনার অধৈর্য হয়ে ভাবছে হয় অ্যানা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নয় আটকে পড়েছে। ভাবল যা করবার নিজেই করব। গাড়িতে চেপে অ্যানার ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

.

মিস ব্লানডিস লক্ষ্য করল, রোকো ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙ্গে মেঝেতে বসে গেল। মেয়েটা দুহাতে মুখ ঢাকল, রোকো যন্ত্রণায় শুয়ে পড়ল। স্লিম বলল, আমার সঙ্গে তোমায় ফিরতে হবে।

মিস ব্লানডিস মুখ ঘুরিয়ে নিল যাতে রক্তঝরা শরীরটা না দেখতে হয়। ছোরাটা শরীর থেকে বার করে রোকোর কোটের কাপড়ে রক্ত মুছল। তারপর জানালার সামনে গিয়ে রাস্তাটা ঝুঁকে দেখল।

বেলা বাড়তে রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। রোকোর চেহারা বেঁটে-খাটো। সে আলমারি খুলে কালো রঙের একটা স্যুট আর সাদা শার্ট বের করে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ওগুলো পরে নাও।

মিস ব্লানডিস জামা খুলে ফেলল। তারপর ইতস্ততঃ করে স্কার্টটাও খুলল।

সিমের বন্য দৃষ্টি তার উপর। মিস ব্লানডিস শার্টটা তুলে নিল। স্লিম শার্টটা ছিনিয়ে নিল। তার চোখে লোলুপতা, গলা থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এলো। মেয়েটাকে ডিভানের উপর টেনে পা ছড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে গর্জন করতে লাগল। কিছুক্ষণ সুখ ভোগ করল।

মিস ব্লানডিস যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। সে ডিভানের চাদর খামচে ধরল।

.

অ্যানার কথা ভাবল এডি। মেয়েটার মুণ্ডুপাত করলেও মন তাকেই চাইল। মিস ব্লানডিসকে সিমের মন থেকে সরানো দরকার। এই মেয়েটার জন্যই দলের সর্বনাশ হবে।

এডি রাস্তায় নেমে ঠিক করতে পারছেনা অ্যানার কাছেনাক্লাবে যাবে। অ্যানাকে দেখার তাগিদ হতেই সে ট্যাক্সিতে চেপে বসল।

লিফট চালক এডিকে দেখে অবাক হয়ে বলল, উপরে গিয়ে লাভ নেই। আপনি চলে যাওয়ার দশ মিনিট পরে পুলিশ এসে বোর্গকে ধরে নিয়ে গেছে।

ঘাবড়ে গিয়ে এডি বলল, আমি এখানে আবার ফিরে আসিনি বুঝলে? এডি তার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিতেই সে বলল, ঠিক আছে, আপনি ফেরেন নি।

এডি রাস্তায় সন্দেহজনক কিছুই দেখল না। একটা ফোন বুথে গিয়ে ডায়াল করল।

ফেনার পিছন থেকে বলে উঠল, ফোন রেখে দাও, নড়াচড়া করবে না।

আড়চোখে এডি উদ্যত রিভলবার দেখে ফোন রেখে দিল।

ফেনার বলল, তোমাকে দরকার।

আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

যদি নাও থাকে খুব শীঘ্রী হাতে আসবে।

এডিকে গাড়িতে তুলে নিল। বুথের পিছন থেকে দুজন পুলিশকে আসতে দেখে এডি ভয় পেল।

তারা ব্রেনানের অফিসে এলো। ব্রেনান বলল, এডি তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম।

কি অভিযোগে আমাকে ধরে আনলেন জানতে পারি?

জন ব্লনডিসের মেয়েকে চুরি। রিলি, বেইলী আর ওন্ডসামের হত্যার অভিযোগে।

ভুল করছেন। আপনারা একটাও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন না।

ফেনার এডিকে বলল, তুমি যে রিলিকে খুন করেছ সেকথা কি ঠিক নয়?

আপনারা উন্মাদ হয়ে গেছেন।

ফেনার তার মুখে ঘুষি মারল। এডি পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিল।

এভাবে কথা বলবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।

ব্রেনান বলল,আমাদের হাত থেকে ছাড়া পাবে না, যা জান স্বীকার কর। তোমার অনেককে আমরা শায়েস্তা করেছি।

এডি বলল, আপনি কে?

ফেনার বলল, আমার প্রশ্নে যা জান তুমি উত্তর দেবে।

ব্রেনান ঘণ্টা বাজাতেই তিনজন পুলিশ ঘরে ঢুকল।

আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

যাও।

এডিকে পুলিশ একটা শব্দরোধী ঘরে নিয়ে গেল, মাটির সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে একটা বড় চেয়ার আঁটা রয়েছে। চামড়ার ফিতে ঝুলছে চেয়ারের হাতল আর পায়া থেকে।

ফেনার বলল, চেয়ারে বস।

আপনি আমার উপর অত্যাচার করবেন না।

একজন পুলিশ রুলের একটা ঘা হাঁটুর উপরে বসাল। এডি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আর একজন পুলিশ পিছন থেকে লাথি মারল। তারপর চেয়ারে বসিয়ে হাত পা চামড়া দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। ফেনার এসে জিজ্ঞাসা করল, রিলিকে কে খুন করেছে?

খানিকটা থুথু ছিটিয়ে এডি বলল, আমি তো আগেই বলেছি।

পুলিশ এডির কণ্ঠনালীর উপর এক ঘা বসাল। ফেনার বলল, না বললে কিন্তু আবার মারধোর করব।

এডি যন্ত্রণায় কাতরিয়ে বলল, জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে ধরে ভুল করেছেন।

আবার রুলার মারলেও এডি মুখ খুলল না। ফেনার বলল, আরও কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইউনিফর্ম খুলে ফেলল একজন পুলিশ। এডি ভয়ার্ত চোখে তাকাল। সে বুঝতে পারল মুখ না খোলা পর্যন্ত এরা অত্যাচার চালিয়ে যাবে। শারীরিক যন্ত্রণা তাকে উন্মাদ করতে বসেছে? সে বলল, আমার উপর অত্যাচার করো না। আমি মিথ্যা বলতে পারব না।

এডি মাথা সরিয়ে নেওয়ার আগেই রুল তার মাথায় এসে পড়ল। এডি জ্ঞান হারাল।

একজন পুলিশ তার চোখেমুখে জল ছিটাতে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলো। ফেনার ইশারা করতে পুলিশ সরে গেল।

ফেনার বলল, রিলিকে কে খুন করেছে?

এডি বলল, স্লিম। সবাইকে স্লিম নিজেই খুন করেছে।

মেয়েটা কোথায়?

স্লিম তাকে আটকে রেখেছে।ক্লাবে বন্দী আছে–আমাকে আর মারবেন না–আমাকে ছেড়ে দিন।

ওকে নিয়ে যাও। যা জানবার জেনে নিয়েছি।

ফেনার অফিসে ঢুকে ব্রেনানকে বলল–মেয়েটাকে স্লিম আটকে রেখেছে।

বুঝেছি। সময় নষ্ট না করে আমরা পুলিশ নিয়ে যাই।

ব্রেনান বন্দুকটা পকেটে ভরে বেরিয়ে চিৎকার করে আদেশ করছে।

.

স্লিম মিস ব্লানডিসকে নিয়ে নিচে নেমে এল। মেয়েটার আসল চেহারা রোকোর পোশাকে ঢেকে গেছে। স্লিমের হাতে বন্দুক। তার ধারণা মেয়েটা অবাধ্যতা করবে কিন্তু তেমন কিছু করল না। এয়ারফ্লোটা রাস্তার শেষে দাঁড় করালো। স্লিম মেয়েটার হাত চেপে ধরে এগোল।

স্লিম বলল, আমি গাড়ির দরজা খুলে ধরব তুমি গাড়ির ভিতরে ঢুকবে। পকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দরজা খুলল। মিস ব্লানডিস নির্দেশমত গাড়িতে উঠে বঙ্গল। স্লিম তাকে মাথা নীচু করে থাকতে বলল।

প্যারাডাইস হোটেলের উদ্দেশ্যে এয়ারফ্লোছুটল।সহসা সাইরেনের আওয়াজ, স্লিম লক্ষ্য করল পুলিশ ভর্তি পাঁচটা গাড়ি তার গাড়িকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। সে গাড়ির গতি কমিয়ে নিল। গাড়িগুলোর গতি প্যারাডাইস হোটেলের দিকে। গাড়িগুলোকে সে অনুসরণ করল। গাড়িগুলি প্যারাডাইস হোটেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্লিম গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের

রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করল। চিৎকার শুনে দেখল একজন মোটর সাইকেলে চড়া পুলিশ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ব্যস্ত হয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। পুলিশটি এসে বলল, এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছ কেন?

স্লিম মিস ব্লানডিসকে আড়াল করে বলল,কই জোরে চালাচ্ছি না তো। ঘেরাও করছেন নাকি?

বেরিয়ে এসো।

স্লিমের চোখ কঠিন, সে ক্লাচে চাপ দিল, পুলিশটি বলল, বেরিয়ে এসো।

স্লিমের বন্দুক গর্জন করে উঠল। পুলিশটি সামনে ঝুঁকে পেট চেপে ধরল। রক্তে লাল হয়ে উঠল। স্লিম প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছোটাল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে ফেনার গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। দেখল ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে একটা এয়ারফ্লো ছুটে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে জানে তার প্রথম কাজ হবে মেয়েটাকে জীবন্ত এই বাড়ি থেকে উদ্ধার করা। আহত পুলিশটির কাছে গিয়ে দেখল বেচারী মারা গেছে।

ব্রোনান বলল, লোকটা কে বলতো?

দলের কেউ হবে।

বিষণ্নভাবে ব্রেনান বলল, পুলিশ ক্লাবের ভিতরে ঢুকতে পারছে না।

যে কোন উপায়ে ঢুকতে হবে।

আরও কয়েক গাড়ি পুলিশ এলো। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে একটা দমকল এসে গেল। রাস্তায় জনতার ভীড়, পুলিশ তাদের সামলাতে ব্যস্ত।

বোমার আঘাতে ইস্পাতের দরজা ভাঙ্গা গেল না। ফেনার ব্রেনানকে বলল, আমাকে কয়েকজন পুলিশ দাও। পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করি।

ফেনার কয়েকজন পুলিশ নিয়ে পাশে নাক্সহোমের ছাদে উঠে এলো। তারপর প্যারাডাইসের ছাদে নামল।

ফেনার একজন পুলিশকে বলল, তুমি যেপথে এসেছ সে পথে আরও কিছু পুলিশকে আসতে বল।

পুলিশটি ফিরে এলো।

ছাদ থেকে নেমে ফেনার করিডোরে এলো। সহসা ক্লিন বেরিয়ে এলো। ফেনার গুলি চালাল। এক ঝাঁপে বাকি সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে নিচে নামল। ডক করিডোরে এসে ফেনারকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠল। ডক আর্তনাদ করে কোণের দিকে আত্মগোপন করল। বন্দুক তুলে ধরল কিন্তু তার আগেই চোখের তারা স্থির হয়ে গেল।

ফেনার বলল, দ্বিতীয় জন গেল। এখন মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

করিডোরের শেষপ্রান্তের ঘরটিতে এসে ভাবল মিস ব্লানডিস নিশ্চয়ই এখানে আছে। কিন্তু ঘর শূন্য, পালিয়ে গেছে।

তারা আবার সিঁড়ির মাথায় এলো। বাকি লোকগুলো নিশ্চয়ই এখানে আছে। বুড়িটাকেও আমরা ছেড়ে কথা বলব না।

ফেনার বলল, দেখা পেলে তোমার বন্দুকই যেন ওকে গুলি বিদ্ধ করে।

মা প্রিসন ক্লোকরুমের ঘেরাও জায়গা থেকে তাদের আসতে দেখে মোকাবিলা করার জন্য স্টেনগান তুলে নিলেন।

ফেনার ঘেরাও জায়গায় নড়াচড়া এবং স্টেনগানের সরু নল লক্ষ্য করল। সে সিঁড়ির তলায় আত্মগোপন করল। মা প্রিসনের গুলিতে তিনজন পুলিশ মারা গেল।

ফেনার বলল, শোনবন্দুক আমারও আছে। তুমি আমাকে পাওয়ার আগে আমি তোমাকে পাব। তাহলে কেন ভাল মেয়ের মত চুপচাপ হচ্ছে না।

মায়ের মুখে কটু কথা। ফেনার মাটিতে শুয়ে বন্দুকের নিশানা ঠিক করল।

ফেনার বলল, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। আর যা অনিবার্য তা মেনে নাও।

মা বলুক সরিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে ফেনারকে দেখতে পেলেন না। উভয়েই আয়নায় প্রতিফলিত দেখতে পেল।

ফেনার মাটিতে শোয়া অবস্থাতেই বলল–ঠিক ছায়াছবির মতো তাই না।

মা বললেন, শোন বেজন্মা। আমি তোমাকে ঠিকই হাতের মুঠোয় পাব।

ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ইচ্ছে হলে চলে যেতে পার।

ব্রেনান সিঁড়ি থেকে দুজনকেই লক্ষ্য করল।

ফেনানের উপর মায়ের নজর। ব্রেনান মাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলল। মা বুঝতে পেরে স্টেগান তুলে গুলি ছুঁড়লেন। ব্রেনান নিজেকে আড়াল করল।

ফেনার এই সুযোগ হাতছাড়া করলনা। সে মেঝেতে গড়িয়ে সরে গেল। বুকে হেঁটে রেস্তোরাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবল স্লিম এখানে লুকিয়ে আছে। মায়ের সঙ্গে ব্রেনানের গুলি বিনিময়ের শব্দ শুনল।

ব্রেনান আলোর সুইচের জন্য হাতড়াল। সহসা রেস্তোরাঁ দেখল সেখানে কেউ নেই। সন্তর্পণে মায়ের অফিসে ঢুকল, সেখানে অ্যানা মেঝেতে পড়ে আছে, অনেকক্ষণ মারা গেছে। গুলি করে হত্যা করেছে।

সহসা হলঘরে আলো। তারপরই সব চুপচাপ। ব্রেনানের চিৎকার শুনল। ফেনার দরজার কাছে এল। ব্রেনান নামছে।

ব্রেনান বলল বুড়ি মরেছে, ওর গুলি ফুরতেই ওকে মেরেছি।

হতাশভাবে ফেনার বলল, মেয়েটা এ বাড়ির কোথাও নেই।

ব্রেনান হেডকোয়ার্টার্সের অফিসে ফিরল। একজন পুলিশ বসে তার সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত, পোশাক ছেঁড়া।

সে ব্রেনানকে দেখে দাঁড়াল।

স্লিম মার্ফিকে খুন করেছে। আমরা কয়েক মাইল তাকে অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে।

ও একা ছিল?

না। সঙ্গে আর একজন ছিল।

মেয়েছেলে?

না। যদি পুরুষের ছদ্মবেশে থাকে তবে আলাদা কথা। কাছে গিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি।

মিস ব্লানডিস সিটে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। স্লিম এয়ারফ্লো ছুটিয়ে যাচ্ছে।

স্লিম আয়নায় দেখল দুজন পুলিশ মোটর সাইকেলে আসছে। একজন গুলি ছুঁড়ছে। সহসা গাড়ি সমেত একজন পুলিশ ছিটকে পড়ল। অন্য পুলিশটি গাড়ি থামাল। স্লিম গাড়ির গতি কমাল।

স্লিম দেখল ব্লানডিস পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। এই মেয়েটাকে নিয়েই চিন্তা তবুও তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারল না। কয়েক মাইল এগিয়ে স্লিম গাড়ি থামাল। এই গাড়ি ছেড়ে এখন অন্য গাড়ি নেয়া উচিত।

স্লিম ব্লানডিসকে বলল, আমরা আর একসঙ্গে থাকতে পারব না।

অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য স্লিমকে আরও এগিয়ে যেতে হলো। একটা গাড়ির পাশে তার গাড়ি দাঁড় করালো। দুজন মহিলা আরোহী খাবার খেতে ব্যস্ত। একজন যুবতী অন্যজন মায়ের বয়সী। স্লিম বন্দুক উঁচিয়ে বলল, তোমরাও গাড়িতে উঠে বসো। তাড়াতাড়ি, তোমাদের গাড়িটা ছিনতাই হবে।

প্রতিবাদ না করে দুজন এয়ারফ্লোতে উঠে বসল। তারা ভয় পেয়েছে। মিস ব্লানডিসকে হাত ধরে ছোট গাড়িতে বসাল। রোকোর পোশাকে তাকে বিশ্রী লাগছে।

স্লিম যুবতীকে বলল, তোমার পোশাক খুলে দাও বলছি।

সভয়ে যুবতী পোশাক খুলল। স্লিম সেগুলো নিয়ে ব্লানডিসকে ছুঁড়ে দিয়ে ছোট গাড়ি ছোটালো। স্লিম বলল খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামাব তুমি পোশাক বদলে নেবে।

গাড়ি থামালে মিস ব্লানডিস পোশাক বদলে নিল। আবার গাড়ি চালিয়ে একটা ছোট শহরে পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি থামাল।

স্লিম বলল, ফোন করতে যাচ্ছি চুপচাপ এখানে বসে থাকবে।

স্লিম পিটের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

পিট উত্তেজিত হয়ে বলল, তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবনা। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। এখন তোমাকে সাহায্য করা মানে খাল কেটে কুমীর আনা। কানসাসে এসো না, নিরাপদ নয়।

স্লিম রিসিভার নামিয়ে ভাবল এখন সে কোথায় যাবে? চারিদিকে জাল পাতা হয়েছে তাকে ধরবার জন্যে।

রাস্তায় নেমে স্লিম দেখল একজন প্রৌঢ় লোক ব্লানডিসের সঙ্গে জানালা দিয়ে কথা বলছে। স্লিম দেখল লোকটার কোটের উপর শেরিফের ব্যাজ আঁটা। স্লিম ঘাবড়ে গেল।

কি ব্যাপার?

শেরিফ কৌতূহল জড়ান কণ্ঠে বললেন, ভদ্রমহিলাকে বলছিলাম, এখানে গাড়ি দাঁড় করানোর সময় নয়।

স্লিম জানাল, তার জানা ছিল না।

শেরিফ বলল, ভদ্রমহিলার মাথা খারাপ নাকি?

হঠাৎ মাকে হারাবার পর থেকে ও.এমন হয়ে গেছে।

মিস ব্লানডিস দুহাতে মুখ ঢেকে বসে। সে গতিবেগ বাড়াল শহরের বাইরে আসতেই মনে হল পুলিশ এই গাড়িটার খোঁজ করছে।

বনপথ ছেড়ে রাস্তা ক্রমশ পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে একটা মতলব উদয় হতেই সে গাড়ি থামাল।

স্লিম ব্লানডিসকে বলল, নাম। এখন আমরা হাঁটব।

স্লিম মেয়েটাকে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তার বাঁকে পৌঁছে বলল, এখানে অপেক্ষা কর। ছুটে গিয়ে গাড়িটা খাদের মধ্যে ফেলে দিল। ব্লনডিসের কাছে ফিরে এসে হাত ধরে বলল, চল।

ধুলো আচ্ছাদিত পথে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। উপরে পৌঁছে দুজনে দাঁড়াল। স্লিম পথের পাশে বসে পড়ল।মিসব্লানডিসকে পাশে বসাল। আমরা একটা ট্রাক ধরব। গোলমাল করলে কিন্তু গুলি চালাব। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

হিংস্র কণ্ঠে ব্লানডিস বলল, আমাকে কেন খুন করছ না? আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমার বাঁচার ইচ্ছে আছে?

স্লিম মেয়েটার গলা টিপে ধরল। মেয়েটা বাধা দিল না। তারপর সে পকেট থেকে রবারের লাঠি বের করে মারতে উদ্যত হলো।

ভয় পেয়ে মেয়েটা বলল, না, না, আমাকে মেরো না।

আবার আজেবাজে কথা বললে মার খাবে।

ব্লানডিস সরে গেল, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। একটা বন্য প্রাণীকে ভয় দেখালে যেমন করে সেও তেমনি শঙ্কিত চোখে লাঠির দিকে তাকিয়ে রইল।

স্লিম বলল, সঙ্গে এস।

তাঁরা হাঁটতে লাগল। সমতল রাস্তায়, পৌঁছতেই একটা ছোট লরী তাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। স্লিম হাত নেড়ে গাড়িটা থামাল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে হাসল।

স্লিম বলল কোথায় যাচ্ছ?

জেফারসন শহরে–তোমরা দুজনে আমার গাড়িতে যেতে চাও?

স্লিম বলল, কিছু টাকা দেবো। মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

উঠে পড়। কোথায় যেতে চাও?

আপাততঃ জেফারসন শহরে যাব।

তারা গাড়িতে বসল। স্লিম দেখল মিস ব্লনডিসের উপর ড্রাইভারের নজর।

আমার নাম জিম ও কেউক। কেউক বকবক করে চলছে। স্লিম কিছুই বলছে না। সে বলল, ও কি তোমার বউ?

তোমার জেনে দরকার কি?

কেউক রেডিও চালিয়ে দিল আর কোন কথা বলল না।

স্লিম জিজ্ঞাসা করল, কটায় জেফারসনে পৌঁছবো?

কেউক বলল, ঘন্টা খানেক লাগবে।

হঠাৎ রেডিওতে বলল, খুবই জরুরী সংবাদ জানান হচ্ছে। পুলিশ স্লিম প্রিসনকে খুঁজছে। হয়তো সে কানসাস শহরের দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে একজন কম বয়সের পুরুষ আছে। ব্লনডিসের মেয়েকে অপহরণ আর তার দলের তিনজনকে হত্যার অপরাধে তাকে খোঁজা হচ্ছে। শেষ দেখা গেছে একটা ফোর্ড গাড়ি চালাতে। তার দেহের বর্ণনা এইরকম– ঘোষক বলে গেল। পুলিশের অনুমান তার সঙ্গী হল সেই মেয়েটি পুরুষের ছদ্মবেশে। এই লোকটি বিপজ্জনক। দেখলে পুলিশে জানান।

স্লিম রেডিও বন্ধ করে দিল। কেউক কোন কথা বলল না।

স্লিম বলল, গাড়ি থামাবে না।

নিশ্চয়ই।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

.

দুপুর একটা ত্রিশ মিনিট। ব্রেনান অফিসে বসে। টেবিলে একটি বড় ম্যাপ খোলা। ফেনার কানে ফোন ধরে বসে আছে।

একজন পুলিশ এসে বলল, মিঃ ব্লানডিস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ফেনার ইশারায় পাঠিয়ে দিতে বলল।

জন ব্লানডিস ভিতরে এসে বলল, কোন খবর আছে?

ব্রেনান ম্যাপে আঙুল রেখে বলল, লোকটা এই পথে যাচ্ছে। পেছনে রেখে যাচ্ছে প্রমাণ। জানা গেছে তার সঙ্গে আপনার মেয়ে আছে। জেফারসন শহরে সব জায়গায় লোক রেখেছি। শীঘ্র ধরা পড়বে।

আপনি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছেন।

আমরা এখুনি জেফারসনের দিকে রওনা দেব। ব্লানডিস বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

ফেনার বলল, ওখানে.খণ্ডযুদ্ধ হবে। স্লিম জীবন থাকতে ধরা দেবে না। আপনি এখানেই। থাকুন।

মিঃ ব্লডিস বলল, মেয়েকে ফিরে পেতে চাই।

ফেনার বলল, নিশ্চয়ই পাবেন আপনার মেয়ের জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। আপনার চেয়ে আমরা ওকে সহজে উদ্ধার করতে পারব।

তীক্ষ্ণ চোখে ব্লানডিস বলল, বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

আমি নিজেই ভাল করে জানি না।

কথা দিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কথা দিচ্ছি।

আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে, বলেই ব্লানডিস চলে গেলেন।

ব্রেনান বলল, ফেনার ব্যাপারটা তুমি কিভাবে চিন্তা করছ?

ফেনার বলল, মিস ব্লানডিস এই দলে চারমাস বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছে। তুমি ওর ফটো দেখেছ? মেয়েটা সম্ভ্রান্ত মহিলা ওর চেহারাতেই বিদ্যমান। গুণ্ডা দল এত দিন কি ব্যবহার করেছে কে জানে। উদ্ধারের পর বাকী জীবন সুখী নাও হতে পারে।

ব্রেনান বলল, চল জেফারসন শহরে। একজন পুলিশ অফিসার এসে বলল, এইমাত্র খবর এসেছে-প্রিসন মেয়েটিকে নিয়ে জেফারসন শহরের বাইরে একটা খামার বাড়িতে আছে। খামারের মালিক ফোন করে বলল লোকটা যে প্রিসন কোন সন্দেহ নেই।

ফেনার ফোনে পলার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলল, বেনহাম হোটেলের ওপর তলায় একটা ঘর ভাড়া করে রাখ। মিঃ ব্লনডিসের মেয়েকে ওখানে নিয়ে যাব। ফোন ছেড়ে বলল মেয়েটা মারা গেলেই ভাল হতো।

ব্রেনান চলে গেলে ফেনার তাকে অনুসরণ করল।

.

আচমকা স্লিমের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকটা হাতে নিল। স্লিম ভাল করেই বুঝতে পারছে সে জড়িয়ে যাচ্ছে আর পালানো যাবে না। খাদ্য ও আশ্রয় মেলা কঠিন হয়ে পড়েছে। দুজনে অলিগলির ভিতর দিয়ে জেফারসন শহরের বাইরে এই খামার বাড়ির গোলা ঘরে আশ্রয় পেয়েছে।

স্লিম টর্চ জ্বালাল। খানিকটা তফাতে মেয়েটা শুয়ে আছে। তার মাথার উপর হাত রাখল। ঘুম ভেঙে গেল। ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট শুরু করল। স্লিমের কর্কশ ধমক তাকে চুপ করিয়ে দিল। স্লিম তার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করল।

পরে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রোদ আসতেই স্লিমের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে কান সজাগ করল। ঘরের বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। খামারের সদর দরজা বন্ধ, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। তার মনটা ভীত হল।

হঠাৎ দুটো মানুষ ভর্তি গাড়িকে আসতে দেখে চমকে উঠল, তাদের মাথায় নীল টুপি। বন্দুকে রোদ পড়ে ঝকমক করছে। স্লিম ছুটে এসে বন্দুক তুলে নিল। পুলিশ গাড়ি

থেকে নেমে আসছে দেখে স্লিম গুলি চালাল। সামনের পুলিশটা গুলি বিদ্ধ হল অন্যরা আড়ালে গেল।

ব্রেনান আর ফেনার দ্বিতীয় গাড়ির পুলিশদের গোলার পিছন দিকে ঘিরে ফেলতে বলল। সারা বাড়িটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। স্লিম বুঝতে পারল জীবনের শেষ লগ্ন উপস্থিত। তাকে মরতেই হবে। ফেনার ভাবল যা করবার এখনই করতে হবে।

ব্রেনান বলল–আমরা ওকে একটা সুযোগ দেব। ও যদি ঝামেলা চায় ঝামেলা করব। সে চীৎকার করে বলল–হাত তুলে বেরিয়ে এস। প্রিসন তোমার উপর আমাদের নজর আছে। তাই ঝামেলা করো না।

স্লিমের সাড়া পাওয়া গেল না।

ফেনার বলল ও মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

ব্রেনান বলল যদি মেয়েটাকে মেরে না ফেলে তাহলে ঘটনার ইতি সহজে ঘটবে না।

স্লিম গোলাবাড়ির আড়াল থেকে নজর রাখতে লাগল। মনে মনে ঠিক করল মরার আগে কিছু লোক মেরে মরবে। ব্লানডিস ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

স্লিম, দেখল কয়েকজন পুলিশ একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে গোলাবাড়ির দিকে আসছে। গাড়িটা তাদের আড়াল করে আছে। সদর দরজা খোলা।

স্লিম হঠাৎ দৌড়তে লাগল। বেশিদূর পারল না। মেশিনগানের গুলি তার শরীর ঝাঁঝরা করল। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

ফেনার কাছে এসে দেখল স্লিম মৃত।

ব্রেনানকে রেখে ফেনার মিস ব্লানডিসকে নিয়ে গাড়ি করে চলেছে। একটা কথাও বলেনি আর তার দিকে তাকায়ওনি। ফেনার তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানাল। খুশি হল তবে সারাটা পথ কেঁদেছে।

পলার ঠিক করা হোটেলে উঠল। হোটেলের ঘর সাজানো চারিদিকে সেন্টের গন্ধ।

মিস ব্লানডিস ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেঁড়া মেঘের দিকে তাকাল। ফুলের গায়ে হাত বোলাল।

ফেনার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, খাবার মজুত আছে। আর কিছু দরকার আছে?

মিস ব্লানডিস মদ চাইল।

গ্লাসে মদ ভরে দিলে মিস ব্লানডিস ফোরকে চলে যেতে বলল। খাবার ইচ্ছে নেই।

ফেনার বলল বাবাকে ফোন করব?

না।

জানি এতদিন যেভাবে কাটিয়েছ, অনেক ব্যাপারে মানিয়ে নিতে হবে।

আপনি কে জানি না তবে দয়াল। একটু একা থাকতে দিন। কাল বাবার সাথে দেখা করব।

আমি যাচ্ছি, বিশ্রাম নাও। কোন ভয় নেই প্রিসন মারা গেছে, সব শেষ।

দাঁতে দাঁত চেপে মিস ব্লানডিস বলল, আপনি ভুল বুঝেছেন। ও মরেনি আমার মধ্যে বেঁচে আছে। কোনদিন আমায় ছেড়ে যাবে না।

ফেনার কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। কি মনে করে আবার ঘরে ঢুকল। ঘরশূন্য, মেয়েটার কোথাও চিহ্নমাত্র নেই।

.

নিচে পথচারীরা ছুটোছুটি আর চিৎকার করতে লাগল। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

দামী পোশাক পরা এক ভদ্রমহিলা প্রিয় কুকুরকে নিয়ে মূল্যবান গাড়িতে চলেছেন। গাড়ি থামতেই বললেন, থামলে কেন গাড়ি চালক বলল, পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

একজন লোককে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করল, কি ঘটেছে?

বিরক্ত হয়ে লোকটি বলল–একটা পাগলি বাড়ির জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে নিচে পড়েছে।

ভদ্রমহিলা দুঃখ প্রকাশ করল।